ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেড এবং আরেকজন

বনাম

এম/এস নর্টেল নেটওয়ার্কস ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড

(২০২১ সালের দেওয়ানি আপিল নম্বর ৮৪৩-৮৪৪)

১০ই মার্চ, ২০২১

[ইন্দু মালহোত্র এবং অজয় রস্তোগি, বিচারপতিদ্বয়]

সালিশ ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬ - ধারা ১১ - এর অধীনে আবেদন - সীমার সময়কাল - আপিলকারী কর্তৃক দরপত্র জারি - বিবাদী ক্রয় আদেশ প্রদান করেছেন - কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর, আপিলকারী নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্ষতিপূরণ/অন্যান্য শুল্কের জন্য আটকে রেখেছেন - বিবাদী মে ২০১৪ সালে একই অর্থ প্রদানের দাবি উত্থাপন করেছেন - আপিলকারী কর্তৃক আগস্ট ২০১৪ সালে প্রত্যাখ্যাত - ২০২০ সালে, বিবাদী সালিসকারী নিয়োগের জন্য সালিশ ধারা প্রয়োগ করেছেন - আপিলকারী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত - বিবাদী ধারা ১১ এর অধীনে আবেদন করেছেন - হাইকোর্ট বিরোধগুলি সালিশে প্রেরণ করেছেন - পর্যালোচনা আবেদন - খারিজ - আপিলের উপর, সিধান্তঃ ধারা ১১ এর অধীনে আবেদন দাখিলের জন্য সীমার সময়কাল ১৯৬৩ সালের প্রথম তফসিল আইনের ১৩৭ ধারা দ্বারা পরিচালিত হবে - এটি সালিসকারী নিয়োগ করতে ব্যর্থ হওয়ার তারিখ থেকে শুরু হবে - ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে, যেখানে দাবিগুলি বহির্ভূতভাবে সময়-বহির্ভূত হয়, আদালত প্রসঙ্গ দিতে অস্বীকার করতে পারে - বর্তমান ক্ষেত্রে, ০৪.০৮.১৪ তারিখে মামলার কারণ দেখা দেয়, যখন আপিলকারী কর্তৃক বিবাদীর দাবী প্রত্যাখ্যান করা হয় - ২৯.০৪.২০ তারিখে আহ্বান করা সালিশের বিজ্ঞপ্তি আপিলকারী কর্তৃক ০৯.০৬.২০ তারিখে প্রত্যাখ্যান করা হয় - সুতরাং, ২৪.০৭.২০ তারিখে হাইকোর্টে দাখিল করা ধারা ১১ এর অধীনে আবেদনটি ধারা ১৩৭ এর অধীনে নির্ধারিত সীমার মধ্যে ছিল অর্থাৎ সালিসকারী নিয়োগের অনুরোধ প্রত্যাখ্যানের ৩ বছরের মধ্যে - তবে, দাবিগুলি প্রত্যক্ষভাবে ৫½ বছরেরও বেশি সময় ধরে নিষিদ্ধ - পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধ সালিশে পাঠানো যাবে না - আপত্তিজনক আদেশ বাতিল - ধারা ১১ এর অধীনে বিবাদীর দাখিল করা আবেদন, খারিজ - সীমা আইন, ১৯৬৩ - প্রথম তফসিল - ধারা ১৩৭ - সালিশ ও সমঝোতা (সংশোধন) আইন, ২০১৫ - ধারা ১১(১৩), ২৯ক, ৩৪(৬) - সালিশ ও সমঝোতা (সংশোধন) আইন, ২০১৯ - ধারা ১১(৬ক), (৮) – বাণিজ্যিক আদালত আইন, ২০১৫ – ধারা ১৩, ১৪ – সর্বোচ্চ।

সালিশ ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬ – আইনের পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য – ধারা ৮, ৯(২), ১১, ১৩, ১১৬(২), ৩৪(৩) – ধারা ১১-এর সংশোধন – সিধান্তঃ সংসদ সালিশ কার্যক্রম দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে এই বিধানের অধীনে আবেদন দাখিলের জন্য একটি সীমার সময়সীমা প্রদানের জন্য ধারা ১১ সংশোধনের কথা বিবেচনা করতে পারে।

ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেড বনাম এম/এস নর্টেল নেটওয়ার্কস ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড

৬৪৫

সালিশ ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬ - ধারা ১১ - সংশোধনের পূর্ব ও পরবর্তী অবস্থানের আওতাধীন এখতিয়ার - আলোচনা করা হয়েছে।

সালিশ ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬ – সীমাবদ্ধতা – এখতিয়ার সংক্রান্ত সমস্যা বা গ্রহণযোগ্যতার সমস্যা – আলোচনা করা হয়েছে।

আপিলের অনুমতি দিয়ে আদালত

আদেশঃ ১.১ সালিশ ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬-এর ধারা ১১-এর অধীনে আবেদন করার জন্য সীমাবদ্ধতার সময়কাল।

বিবাদের দ্রুত সমাধানের জন্য সালিসি ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সালিসি কার্যধারা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে পরিচালিত হয় তা নিশ্চিত করার জন্য এই আইনে বিভিন্ন বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ১৯৯৬ সালের আইনে বিভিন্ন সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। সালিসি কার্যধারার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য আরও বিধান অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ১৯৯৬ সালের আইনটি সালিসি ও সমঝোতা (সংশোধনী) আইন, ২০১৫ দ্বারা সংশোধন করা হয়েছিল। ধারা ১১ সালিসি নিয়োগের জন্য উপ-ধারা (৬) এর অধীনে আবেদন দায়ের করার জন্য কোনও সময়সীমা নির্ধারণ করে না। যেহেতু ১৯৯৬ সালের আইনে ধারা ১১-এর অধীনে আবেদন দাখিলের সময়সীমা নির্দিষ্ট করার কোনও বিধান নেই, তাই মধ্যস্থতা আইনের ৪৩ ধারা অনুসারে সীমাবদ্ধতা আইন, ১৯৬৩-এর আশ্রয় নিতে হবে, যেখানে বলা হয়েছে যে আদালতের কার্যধারায় সালিশের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা আইন প্রযোজ্য হবে। যেহেতু সীমাবদ্ধতা আইন, ১৯৬৩-এর তফসিলের কোনও অনুচ্ছেদে ধারা ১১-এর অধীনে সালিসকারী নিয়োগের জন্য আবেদন করার জন্য কোনও সময়সীমা দেওয়া হয়নি, তাই এটি সীমাবদ্ধতা আইন, ১৯৬৩-এর অনুচ্ছেদ ১৩৭-এর অবশিষ্ট বিধানের আওতায় আসবে। ধারা ১১-এর অধীনে আবেদন দাখিলের সীমাবদ্ধতা উত্থাপিত হবে সালিশ আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে সালিসকারী নিয়োগ করতে ব্যর্থ হওয়ার পরে। অন্য কথায়, ধারা ১১ এর অধীনে একটি আবেদন কেবলমাত্র তখনই দাখিল করা যেতে পারে যখন সালিশের কাছে পাঠানোর জন্য নির্দিষ্ট দাবি/বিরোধের বিষয়ে সালিশের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয় [যেমন আইনের ধারা ২১ অনুসারে বিবেচনা করা হয়েছে], এবং নিয়োগ না করা হয়।

সালিসকারীদের নিয়োগের জন্য আবেদন করার সীমাবদ্ধতার সময়কালকে অন্তর্নিহিত বাণিজ্যিক চুক্তিতে করা মূল দাবির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সীমাবদ্ধতার সময়কালের সাথে বিভ্রান্ত বা মিশ্রিত করা যাবে না। এই ধরনের দাবির জন্য সীমাবদ্ধতার সময়কাল সীমাবদ্ধতা আইন, ১৯৬৩-এর বিভিন্ন অনুচ্ছেদের অধীনে নির্ধারিত করা হয়েছে। অন্তর্নিহিত মূল বিরোধের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সীমাবদ্ধতা অবশ্যই সালিসকারী নিয়োগের জন্য আবেদন দায়ের করার থেকে আলাদা। [অনুচ্ছেদ ৬, ৭, ৯-১২] [৬৫৪-ই-এফ; ৬৫৫-সি; ৬৫৬-বি-ডি; ৬৫৭-বি-সি, ডি-জি]

১.২ মধ্যস্থতা ও সমঝোতার ধারা ১৯৯৬-এর ১১ ধারার অধীনে 'অনুকরণের সময়কাল' প্রদানের জন্য আইনের শূন্যতার পরিপ্রেক্ষিতে, আদালতগুলি এই অবস্থানের আশ্রয় নিয়েছে যে সীমাবদ্ধতার সময়কাল অনুচ্ছেদ ১৩৭ দ্বারা পরিচালিত হবে, যা আবেদনের অধিকার অর্জনের তারিখ থেকে ৩ বছরের সময়কাল প্রদান করে। তবে, ১১ ধারার মধ্যে আবেদন দায়ের করার জন্য এটি একটি অযথা দীর্ঘ সময়কাল, কারণ এটি আইনের উদ্দেশ্যকে পরাজিত করবে, যা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাণিজ্যিক বিরোধের দ্রুত সমাধানের ব্যবস্থা করে। আইন প্রণয়নের অভিপ্রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে, ধারা ১১-এর অধীনে আবেদন দায়ের করার জন্য ৩ বছরের সময়কাল আইনের পরিকল্পনার বিপরীত হবে। সংসদের জন্য ১১ ধারার একটি সংশোধনী কার্যকর করা প্রয়োজন, যার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কোনও পক্ষ ১৯৯৬ সালের আইনের ১১ ধারার অধীনে সালিশ নিয়োগের জন্য আবেদন করার জন্য আদালতে যায় না। বর্তমান ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে ১১ ধারার অধীনে আবেদনটি সীমাবদ্ধতা আইনের ১৩৭ অনুচ্ছেদের অধীনে নির্ধারিত সময়সীমাসীমার মধ্যে দায়ের করা হয়েছিল। নর্টেল ২৯.০৪.২০২০ লেটেড চিঠির মাধ্যমে সালিশের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল, যা বিএসএনএল দ্বারা তার উত্তর তারিখ ১৯.০৬.২০২০ দ্বারা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। ধারা ১১ এর অধীনে আবেদনটি ২৪.০৭.২০২০ অর্থাৎ সালিস নিয়োগের অনুরোধ প্রত্যাখ্যানের ৩ বছরের মধ্যে হাইকোর্টে দায়ের করা হয়েছিল। [অনুচ্ছেদ ১৭, ১৮] [৬৬১-সি-এইচ]

২.১ আদালত প্রসঙ্গ এবং ধারা ১১ করতে অস্বীকার করতে পারে কিনা যেখানে দাবিগুলি আপাতদৃষ্টিতে সময়-নিষিদ্ধ

ধারা ১১ এর আইনসভার ইতিহাস

<u>সংশোধনের পূর্ববর্তী অবস্থান</u>

মূল আইনের অধীনে, ধারা ১১ এর অধীনে আইনী পরিকল্পনা ছিল যে যদি পক্ষগুলি সালিসকারী নিয়োগের জন্য একটি পদ্ধতিতে সম্মত হয়, তবে নিয়োগটি সেই পদ্ধতি অনুসারে করতে হবে।

পক্ষগুলির মধ্যে কোনও চুক্তি না থাকলে, একটি অভ্যন্তরীণ সালিশে নিয়োগের ডিফল্ট ক্ষমতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি, অথবা তার দ্বারা মনোনীত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রয়োগ করা হবে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশের ক্ষেত্রে, ডিফল্ট ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন ভারতের প্রধান বিচারপতি, বা তাঁর দ্বারা মনোনীত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান। সর্বোচ্চ বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষকে নিয়োগের ক্ষমতা প্রদানের উদ্দেশ্য ছিল নিয়োগের পদ্ধতির বিশ্বাসযোগ্যতা প্রদান করা। [অনুচ্ছেদ ১৯] [৬৬২-এ-ই]

<u>সংশোধন পরবর্তী অবস্থান</u>

১৯৯৬ সালের আইনটি সালিসি ও সমঝোতা (সংশোধনী) আইন, ২০১৫ দ্বারা সংশোধন করা হয়েছিল, যা ২৩.১০.২০১৫ থেকে কার্যকর হয়েছিল। ২০১৫ সালের সংশোধনী আইন সংশ্লিষ্ট হাইকোর্ট দ্বারা অভ্যন্তরীণ সালিশের ক্ষেত্রে নিয়োগের ডিফল্ট ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ কর্তৃপক্ষ হিসাবে প্রতিস্থাপিত করে; এবং, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশের ক্ষেত্রে, ডিফল্ট ক্ষমতা ভারতের প্রধান রাষ্ট্রের পরিবর্তে সুপ্রিম কোর্ট দ্বারা নিযুক্ত করা হয়। এটি ধারা ১১-এ উপ-ধারা (৬ক) এবং (৬খ) যুক্ত করে, সংশোধনীর প্রভাব ছিল যে যদি সালিসি চুক্তির অস্তিত্ব বিতর্কিত না হয়, তবে অন্যান্য সমস্ত বিষয় সালিসি ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে। এটি কোম্পেটেনজ-কম্পেটেনজ মতবাদের শক্তিবৃদ্ধির মধ্যে ছিল, যা ট্রাইব্যুনালকে সালিশ চুক্তির বৈধতা সম্পর্কিত যে কোনও আপত্তি সহ তার নিজস্ব জুরিএন-এর উপর রায় দেওয়ার ক্ষমতা দেয়; এবং এর ফলে প্রাক-প্রসঙ্গ পর্যায়ে বিচার বিভাগীয় হস্তক্ষেপ হ্রাস করে। সংশোধিত ধারা ১১ (৬ক)-তে অন্তর্ভুক্ত আইন প্রণয়নের ম্যান্ডেটের পরিপ্রেক্ষিতে, আদালতকে এখন কেবল সালিশ চুক্তির অস্তিত্ব পরীক্ষা করতে হবে। অন্যান্য সমস্ত প্রাথমিক বা থ্রেশহোল্ড বিষয়গুলি ধারা ১৬ এর অধীনে সালিসকারীর দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, যা কম্পেটেনজ-কম্পেটেনজ নীতিকে অন্তর্ভুক্ত করে। কম্পেটেনজ-কম্পেটেনজ মতবাদের অর্থ হল সালিসী ট্রাইব্যুনাল ক্ষমতাপ্রাপ্ত, এবং সমস্ত এখতিয়ার সংক্রান্ত বিষয় নির্ধারণ সহ নিজস্ব এখতিয়ারে রায় দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। এটি প্রাক-প্রসঙ্গ পর্যায়ে বিচারিক হস্তক্ষেপ কমানোর উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল, যাতে পক্ষগুলি যখন প্রাথমিক আপত্তি উত্থাপন করে তখন সালিসী প্রক্রিয়াটি প্রান্তিক সীমাতে ব্যর্থ না হয়। [অনুচ্ছেদ ২৩, ২৬] [৬৬৫-সি-এফ; ৬৬৬-বি-সি; ৬৬৮-ই-জি]

২.২ সীমাবদ্ধতার সমস্যা

সীমাবদ্ধতা সাধারণত তথ্য এবং আইনের একটি মিশ্র প্রশ্ন, এবং সালিসী ট্রাইব্যুনালের ক্ষেত্রের মধ্যে থাকে। তবে, এখতিয়ারগত এবং গ্রহণযোগ্যতার বিষয়গুলির মধ্যে একটি পার্থক্য রয়েছে। 'এখতিয়ার'-এর একটি বিষয় সালিসকারীদের কোনও মামলা শোনার এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের সাথে সম্পর্কিত। বিচার বিভাগীয় বিষয়গুলির মধ্যে সালিসকারী বা ট্রাইব্যুনালের কোনও বিরোধ শোনার সক্ষমতার বিষয়ে আপত্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেমন সম্মতির অভাব, বা সালিস চুক্তির আওতার বাইরে থাকা কোনও বিরোধ। সালিস চুক্তির অস্তিত্ব, সুযোগ এবং বৈধতার ক্ষেত্রে সম্মান অবশ্যই এখতিয়ারের বিষয় হিসাবে বিবেচিত হয়, কারণ এই বিষয়গুলি ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ারের সাথে সম্পর্কিত। তবে গ্রহণযোগ্যতার বিষয়গুলি পদ্ধতিগত প্রয়োজনীয়তার সাথে সম্পর্কিত, যেমন প্রাক-সালিশের প্রয়োজনীয়তা লঙ্ঘন, বা উদাহরণস্বরূপ, সালিশ শুরু হওয়ার আগে মধ্যস্থতার জন্য একটি বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয়তা, বা কোনও দাবির বিরোধিতা বা দাবির একটি অংশ সময়-সীমাবদ্ধ বা নিষিদ্ধ, যতক্ষণ না কিছু পূর্বশর্ত পূরণ করা হয়। গ্রহণযোগ্যতা দাবির প্রকৃতি বা তার সাথে সম্পর্কিত পরিস্থিতির সাথে সম্পর্কিত। গ্রহণযোগ্যতার বিষয়টি সালিশকারীর এখতিয়ারের পক্ষে দাবির সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য কোনও বিরোধিতা নয়। সীমাবদ্ধতার বিষয়টি মূলত দাবির রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতা বা গ্রহণযোগ্যতার দিকে যায়, যা সালিশ ট্রাইব্যুনাল দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি বিরোধিতা যে কোনও দাবি সময়-সীমাবদ্ধ, বা কিছু পূর্বশর্ত পূরণ না হওয়া পর্যন্ত নিষিদ্ধ, সেই দাবির গ্রহণযোগ্যতার জন্য একটি বিরোধিতা, এবং দাবিটি নিজেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সালিসকারীর এখতিয়ারের কাছে একটি বিরোধিতা। "ট্রাইব্যুনাল বনাম দাবি" পরীক্ষা প্রয়োগ করে, সংবিধিবদ্ধ সময়সীমা বারের আবেদন গ্রহণযোগ্যতার দিকে যায় কারণ এটি দাবিকে আক্রমণ করে। প্রযোজ্য সীমাবদ্ধতার আইনটি ব্যক্তিগত আন্তর্জাতিক আইনের অর্থে মূল (দাবি নির্বাপিত) বা পদ্ধতিগত (প্রতিকার ব্যতীত) হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে কিনা তা কোনও পার্থক্য করে না। সীমাবদ্ধতার বিষয়টি যা দাবির "গ্রহণযোগ্যতা" নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে, তা অবশ্যই সালিসী ট্রাইব্যুনাল দ্বারা প্রাথমিক বিষয় হিসাবে বা পক্ষগুলির দ্বারা প্রমাণের নেতৃত্বের পরে চূড়ান্ত পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কেবলমাত্র সীমিত সংখ্যক ক্ষেত্রেই, যেখানে দাবিটি বহির্ভূতভাবে সময়সীমার বাইরে রয়েছে বা বিরোধটি সালিশযোগ্য নয় বলে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই, আদালত প্রসঙ্গ দিতে অস্বীকার করতে পারে।

তবে, যদি সামান্যতম সন্দেহও থাকে, তবে নিয়মটি হল বিরোধগুলিকে সালিশের কাছে প্রেরণ করা, অন্যথায় এটি ট্রাইব্যুনাল দ্বারা নির্ধারিত একটি বিষয়কে লঙ্ঘন করবে। [অনুচ্ছেদ ৩০-৩২, ৩৪, ৩৫ এবং ৩৭] [৬৭০-ডি-এইচ; ৬৭১-এ-বি; ৬৭২-সি-ই; ৬৭৫-এ-বি]

বিদ্যা দ্রোলিয়া বনাম দুর্গা ট্রেডিং কর্পোরেশন (২০২১) ২ এস. সি. সি ১; মায়াবতী ট্রেডিং কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড বনাম প্রদ্যুত দেব বর্মণ (২০১৯) ৮ এস. সি. সি ৭১৪ঃ [২০১৯] ১২ এস. সি. আর ১২৩; ডুরো ফেলগুয়েরা এসএ বনাম গঙ্গাভরম বন্দর লিমিটেড (২০১৭) ৯ এস. সি. সি ৭২৯] ঃ [২০১৭] ১০ এস. সি. আর ২৮৫-এর উপর নির্ভরশীল।

সুইসবার্গ ডায়মন্ড মাইনস (পিটিওয়াই) লিমিটেড এবং অন্যান্যরা বনাম লেসোথো রাজ্য [২০১৯] ১ এসএলআর ২৬৩; বিবিএ এবং অন্যান্যরা বনাম বাজ এবং আরেকজন [২০২০] এসজিসিএ ৫৩-উল্লেখ করা হয়েছে।

২.৩ বর্তমান মামলার তথ্যের উপর আইন প্রয়োগ করলে স্পষ্ট হয় যে, এটি এমন একটি মামলা যেখানে দাবিগুলি ৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে নিষিদ্ধ, কারণ ০৪.০৪.২০১৪ তারিখে বিএসএনএল কর্তৃক তাদের দাবি প্রত্যাখ্যানের পর নর্টেল কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। ২৯.০৮.২০২০ তারিখে সালিশের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। সালিশের বিজ্ঞপ্তিে, অথবা ধারা ১১ এর অধীনে দায়ের করা আবেদনে, অথবা এই আদালতের সামনে, এমন কোনও সাক্ষ্যও নেই যা ঘটে থাকতে পারে, যা সীমাবদ্ধতা আইনের ধারা ৫ থেকে ২০ এর মধ্যে পড়ে এমন সীমাবদ্ধতার সময়কাল বাড়িয়ে দেবে। যদি না, প্রযোজ্য ধারার সাথে সুনির্দিষ্টভাবে সম্পর্কিত একটি আবেদন করা মামলা থাকে এবং এটি কীভাবে মামলার কারণটি মূলত উত্থাপিত হওয়ার তারিখ থেকে সীমাবদ্ধতা বাড়িয়েছে, তাহলে সীমাবদ্ধতার সময়কাল সংরক্ষণ করার কোনও ভিত্তি থাকতে পারে না। বর্তমান মামলাটি একটি অচলাবস্থার মামলা / ০৪.০৮.২০১৪ তারিখে মামলার কারণ উদ্ভূত হওয়ার পর থেকে কোনও টিকে থাকা বিরোধ নেই, যখন নর্টেলের করা দাবিগুলি বিএসএনএল কর্তৃক প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। বিবাদী এমন কোনও ঘটনা উল্লেখ করেননি যা সীমাবদ্ধতার সময়কাল বাড়িয়ে দেবে, যা সীমাবদ্ধতা আইনের তফসিলের ৫৫ ধারা অনুসারে শুরু হয়েছিল (যা চুক্তি লঙ্ঘন সম্পর্কিত মামলার জন্য সীমাবদ্ধতা প্রদান করে) চূড়ান্ত বিল প্রত্যাখ্যানের পরপরই কর্তন করে। সালিশ আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিটি বহির্ভূতভাবে সময়সীমাবদ্ধ, এবং এই মামলার তথ্য অনুসারে পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধগুলি সালিশে পাঠানো যাবে না। [অনুচ্ছেদ ৩৮, ৩৯] |৬৭৫-বি-এফ; ৬৭৬-বি-সি]

৩. উপসংহার

(i) ধারা ১১ এর অধীনে আবেদন দাখিলের সীমার সময়কাল ১৯৬৩ সালের সীমা আইনের প্রথম তফসিলের ১৩৭ অনুচ্ছেদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। সালিসকারী নিয়োগে ব্যর্থতার তারিখ থেকে এই সীমার সময়কাল শুরু হবে; এই বিধানের অধীনে আবেদন দাখিলের জন্য সীমার সময়কাল প্রদানের জন্য সংসদ ১৯৯৬ সালের আইনের ১১ ধারা সংশোধন করার কথা বিবেচনা করতে পারে বলে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, যা সালিসি কার্যক্রমের দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ;

(ii) বিরল এবং ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে, যেখানে দাবিগুলি বহির্ভূতভাবে সময়সীমাবদ্ধ, এবং এটি স্পষ্ট যে কোনও বিদ্যমান বিরোধ নেই, আদালত প্রসঙ্গ করতে অস্বীকার করতে পারে। হাইকোর্ট কর্তৃক গৃহীত ১৩.১০.২০২০ এবং ১৪.০১.২০২১ তারিখের বিতর্কিত আদেশগুলি বাতিল করা হয়েছে। উচ্চ আদালতে উত্তরদাতার দ্বারা ১১ ধারার অধীনে দায়ের করা আবেদনটি ফলস্বরূপ খারিজ করা হয়। [অনুচ্ছেদ ৪০,৪১] [৬৭৬-সি-জি]

এস.এস. রাঠোর বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য (১৯৮৯) ৪ এসসিসি ৫৮২; ভারতের ইউনিয়ন এবং অন্যান্যরা বনাম হর দয়াল (২০১০) ১ এসসিসি ৩৯৪; সিএলপি ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড বনাম গুজরাট উর্জা বিকাশ নিগম লিমিটেড এবং আরেকজন (২০২০) ৫ এসসিসি ১৮৫ – নির্ভরযোগ্য।

দক্ষিণ হরিয়ানা বিজলী বিতরন নিগম লিমিটেড বনাম মেসার্স নাভিগ্যান্ট টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড সুপ্রিম কোর্টের 02.03.2021 তারিখের রায়ে, সি.এ. নং ৭৯১ অফ ২০২১; বিহার রাজ্য বনাম বিহার রাজ্যভূমি বিকাশ ব্যাংক সমিতি (২০১৪) 9 এসসিসি ৪৭২: [২০১৪] ৭ এসসিআর ১১৪৭; একীভূত প্রকৌশল বনাম প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি, সেচ (2008) ৭ এসসিসি ১৬9: [2008] ৫ এসসিআর ১১08; সি. বুধরাজা বনাম চেয়ারম্যান, ওড়িশা মাইনিং কর্পোরেশন লিমিটেড (2008) ২ এসসিসি ৪৪৪: [2008] ১ এসসিআর ৪২১; জিও মিলার অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড বনাম চেয়ারম্যান, রাজস্থান বিদ্যুৎ উৎপাদন নিগম লিমিটেড (২০২০) ১৪ এসসিসি ৬৪৩: [২০১৯] ১১ এসসিআর ১১০৮; এসবিপি অ্যান্ড কোং বনাম প্যাটেল ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড (২০০৫) ৮ এসসিসি ৬১৮: [২০০৫] ৪ সরবরাহ এসসিআর ৬৮৮; ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড বনাম বোঘারা পলিফ্যাব প্রাইভেট লিমিটেড (২০০৯) ১ এসসিসি ২৬৭: [২০০৮] ১৩ এসসিআর ৬৩৮;

ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেড বনাম এম/এস নর্টেল নেটওয়ার্কস ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড

৬৫১

ভারতের ইউনিয়ন এবং অন্যান্যরা বনাম মাস্টার কনস্ট্রাকশন কোং (২০১১) ১২ এস. সি. সি ৩৪৯: [২০১১] ৫ এস. সি. আর ৮৫৩; উত্তরাখণ্ড পূর্ব সৈনিক কল্যাণ নিগম বনাম নর্দার্ন কোল ফিল্ড লিমিটেড (২০২০) ২ এস. সি. সি ৪৫৫-উল্লেখ করা হয়েছে।

লিফ বায়োটেক বনাম পৌর কর্পোরেশন নাসিক ২০১০ (৬) এমএইচ এলজে ৩১৬; দীপদর্শন বিল্ডার্স প্রাইভেট লিমিটেড বনাম সরোজ (২০১৯) ১ এ. আই. আর. বম আর ২৪৯; প্রসার ভারতী বনাম মা কমিউনিকেশন ২০১০ (১১৫) ডিআরজে ৪৩৮ (ডিবি); গোল্ডেন চারিয়ট বনাম মুকেশ পানিকা ২০১৮ এস. সি. সি অনলাইন দিল্লি ১০০৫০-উল্লেখ করা হয়েছে।

		মামলা প্রসঙ্গ	
	[২০১৮] ৭ এসসিআর ১১৪৭	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৭
	[২০০৮] ৫ এস. সি.আর ১১০৮	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৯
	[২০০৮] ১ এসসিআর ৮২১	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১২
	[২০১৯] ১১ এস. সি. আর ১১০৮	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৬
	[২০০৫] ৪ সম্পূরক এস.সি.আর. ৬৮৮	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২০
	[২০০৮] ১৩ এস.সি.আর ৬৩৮	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২১
	[২০১১] ৫ এস.সি.আর. ৮৫৩	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২২
	[২০১৭] ১০ এস.সি.আর. ২৮৫	উপর নির্ভর করে	অনুচ্ছেদ ২৪
	[২০১৯] ১২ এস.সি.আর ১২৩	উপর নির্ভর করে	অনুচ্ছেদ ২৫
	(২০২০) ২ এস.সি.সি ৪৫৫	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৬
	(২০২১) ২ এস.সি.সি ১	উপর নির্ভর করে	অনুচ্ছেদ ৩৬
	(১৯৮৯) ৪ এস.সি.সি ৫৮২	উপর নির্ভর করে	অনুচ্ছেদ ৪০
	(২০১০) ১ এস.সি.সি ৩৯৪	উপর নির্ভর করে	অনুচ্ছেদ ৪০
	(২০২০) ৫ এস.সি.সি ১৮৫	উপর নির্ভর করে	অনুচ্ছেদ ৪০

দেওয়ানি আপিল এক্তিয়ারঃ ২০২১ সালের দেওয়ানি আপিল নম্বর ৮৪৩-৮৪৪

১৯৯৬ সালের সালিশ ও সমঝোতা আইনের ১১ ধারার অধীনে আবেদনে কেরালার এর্নাকুলাম হাইকোর্টের ১৩.১০.২০২০ তারিখের রায় এবং আদেশ থেকে, ২০২১ সালের পর্যালোচনা আবেদন আরপি নং ৯-এ ১৪.০১.২১ তারিখের ২০২০ আদেশের ৫৫ নম্বর।

আবেদনকারীদের পক্ষে অরবিন্দ দাতার, আর. ডি. আগরওয়ালা, প্রবীণ আইনজীবীরা, প্রদীপ কুমার মাথুর, সমীর আগরওয়াল, চিরঞ্জীব জোহরি, আইনজীবীরা।

নীরজ কুমার জৈন, প্রবীণ আইনজীবী ভরত সিং, আশিস পান্ডে, রাজেশ কুমার সিং, অমিত পবন, আইনজীবীরা উত্তরদাতার পক্ষে।

আদালতের রায় প্রদান করেছেন

ইন্দু মালহোত্র, বিচারপতি

অনুমতি মঞ্জুর।

১. বর্তমান আপিলগুলি আমাদের বিবেচনার জন্য দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উত্থাপন করেঃ (i) সালিসি ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬ ("১৯৯৬ আইন") এর ১১ ধারার অধীনে আবেদন দায়ের করার জন্য সীমাবদ্ধতার সময়কাল; এবং (ii) আদালত ধারা ১ এর অধীনে প্রসঙ্গ করতে অস্বীকার করতে পারে কিনা] যেখানে দাবিগুলি আপাতদৃষ্টিতে সময়-নিষিদ্ধ?

২. (ক) আমাদের বিবেচনার জন্য বর্তমান সমস্যাগুলি যে প্রকৃত ম্যাট্রিক্সে উত্থাপিত হয়েছে তা হল আবেদনকারী-সংস্থার দ্বারা একটি দরপত্র বিজ্ঞপ্তি জারি করা [এরপরে "বিএসএনএল" দরপত্র আহ্বান করে বা পরিকল্পনা, প্রকৌশল, সরবরাহ, নিরোধক, পরীক্ষা এবং দক্ষিণ অঞ্চলে জিএসএম ভিত্তিক সেলুলার মোবাইল নেটওয়ার্ক চালু করা, কেরালা, কামাতকা, তামিলনাড়ু, অন্ধ্র প্রদেশ সার্কেল এবং চেন্নাই টেলিফোন জেলা জুড়ে। দরপত্র প্রক্রিয়ায়, উত্তরদাতা-কোম্পানিকে (এরপরে "নর্টেল" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ক্রয় আদেশের অধীনে কাজ শেষ হওয়ার পরে, বিএসএনএল অবলুপ্ত ক্ষয়ক্ষতি এবং অন্যান্য শুল্কের জন্য ৯৯,৭০,৯৩,০৩১ টাকা পরিমাণ কেটে/আটকে রাখে।

(খ) নর্টেল ১৩.০৫.২০১৪ তারিখের যোগাযোগের মাধ্যমে উক্ত পরিমাণ অর্থ প্রদানের দাবি তুলেছে। বিএসএনএল ০৪.০৮.২০১৪ তারিখের চিঠির মাধ্যমে নর্টেলের দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে।

(গ) সাড়ে ৫ বছরেরও বেশি সময় পরে, নর্টেল ২৯.০৪.২০২০ তারিখের চিঠির মাধ্যমে সালিশ ধারা আহ্বান করে এবং একজন স্বাধীন সালিসকারী নিয়োগের জন্য অনুরোধ করে, যেখানে এটি যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে উপরোক্ত পরিমাণগুলি আটকে রাখার বিরোধটি চুক্তির অধীনে নির্বিচারে বিরোধের আওতায় পড়বে।

(ঘ) বিএসএনএল ০৯.০৬.২০২০ তারিখের জবাবের মাধ্যমে দাবি করেছে যে সালিসকারী নিয়োগের অনুরোধ গ্রহণ করা যাবে না, কারণ মামলাটি ইতিমধ্যে ০৪.০৮.২০১৪-এ বন্ধ হয়ে গেছে এবং ১৯৯৬ সালের আইনের ৪৩ ধারা অনুসারে সালিশ আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তিটি সময়সাপেক্ষ ছিল।

(ঙ) নর্টেল ১৯৯৬ সালের আইনের ১১ ধারার অধীনে কেরালা হাইকোর্টে সালিসকারী নিয়োগের জন্য একটি আবেদন দায়ের করে। হাইকোর্ট ১৩.১০.২০২০ তারিখের আদেশের মাধ্যমে বিরোধগুলিকে সালিশের জন্য উল্লেখ করে।

(চ) বিএসএনএল উচ্চ আদালতে একটি পুনর্বিবেচনার আবেদন দায়ের করে, যা ১৪.০১.২০২১ তারিখের আদেশের মাধ্যমে খারিজ করা হয়।

(ছ) বিএসএনএল দ্বারা যথাক্রমে ১৩.১০.২০২০ এবং ১৪.০১.২০২১ তারিখের আদেশগুলিকে বিরোধিতা করার জন্য বর্তমান দেওয়ানি আপিল দায়ের করা হয়েছে।

(জ) এই আদালত বিবেচনার জন্য উত্থাপিত আইনি বিষয়গুলিতে আদালতকে সহায়তা করার জন্য প্রবীণ আইনজীবী শ্রী অরবিন্দ দাতারকে অ্যামিকাস কিউরি হিসাবে নিযুক্ত করেছে।

৩. আমরা আবেদনকারীদের পক্ষে প্রবীণ আইনজীবী শ্রী আর. ডি. আগরওয়ালা, উত্তরদাতার পক্ষে প্রবীণ আইনজীবী শ্রী নীরজ কুমার জৈন এবং সম্মানিত অ্যামিকাস কিউরি, প্রবীণ আইনজীবী শ্রী অরবিন্দ দাতারের কথা শুনেছি।

৪. বিএসএনএল-এর পক্ষ থেকে জমা দেওয়া বিএসএনএল জানিয়েছে যে সালিশ আহ্বানের জন্য মামলার কারণ ০৪.০৮.২০১৪ তারিখে উঠে আসে যখন নর্টেলের করা দাবি চূড়ান্ত বিল থেকে কিছু বাদ দিয়ে প্রত্যাখ্যান করা হয়। যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে নর্টেল ২৯.০৪.২০২০ তারিখে সালিশের বিজ্ঞপ্তি জারি করার আগে ৫ ½ বছরেরও বেশি সময় ধরে তার কথিত অধিকার নিয়ে ঘুমিয়ে ছিল। ০৪.০৮.২০১৪ থেকে ২৯.০৪.২০২০ পর্যন্ত, নর্টেল কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। ফলস্বরূপ, সালিশ আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিটি আইনত অচল, অ-সালিশযোগ্য এবং অপ্রয়োগযোগ্য হয়ে পড়েছিল। হাইকোর্ট ভুলভাবে কেবল একটি বৈধ সালিশ চুক্তির অস্তিত্বের ভিত্তিতে পদক্ষেপ নিয়েছিল, এই ধরনের চুক্তি একটি জীবন্ত বিরোধের অস্তিত্বের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ছিল তা বিবেচনা না করে।

যদিও সীমাবদ্ধতা তথ্য এবং আইনের একটি মিশ্র প্রশ্ন ছিল, এবং. সাধারণত সালিসী ট্রাইব্যুনাল দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, যে ক্ষেত্রে সালিসি চুক্তির আহ্বান আপাতদৃষ্টিতে সময়সাপেক্ষ, আদালতকে অবশ্যই সালিসকারী নিয়োগের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে হবে। সালিসি আহ্বান এবং সালিসকারী নিয়োগের জন্য সীমাবদ্ধতা একটি দেওয়ানি পদক্ষেপের সমতুল্য, এবং সীমাবদ্ধতা আইন, ১৯৬৩-এর তফসিলের ১৩৭ অনুচ্ছেদের আওতায় আসবে। একজন দাবিদার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ অবশ্যই আবেদনের অধিকার অর্জনের তারিখ থেকে ৩ বছরের বিধিবদ্ধ সময়ের মধ্যে পড়তে হবে। ধারা ১১(৬ক) "সালিসি চুক্তির অস্তিত্বের পরীক্ষা" বাক্যাংশটি ব্যবহার করে, যা বোঝায় যে আদালতকে প্রদত্ত ক্ষমতা কোনও আনুষ্ঠানিক অনুশীলন নয়, তবে রেফারেন্স দেওয়ার আগে একটি নির্দিষ্ট মাত্রার পরীক্ষা প্রয়োজন।

৫. নর্টেলের পক্ষে জমা দেওয়া

এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে সালিসি ও সমঝোতা (সংশোধনী) আইন, ২০১৫ দ্বারা ধারা ১১-এর সংশোধনীতে পূর্ব-প্রসঙ্গ পর্যায়ে তদন্তের একটি সীমিত সুযোগের ব্যবস্থা করা হয়েছে যা কেবল ধারা ১১-এর উপ-ধারা (৬ক)-এর অধীনে সালিসি চুক্তির "অস্তিত্ব"-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। কম্পেটেংজ-কম্পেটেংজের মতবাদের পরিপ্রেক্ষিতে, দাবিগুলির বিষয়ে আপত্তি কথিত সময়-নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে সালিসি ট্রাইব্যুনাল দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। হাইকোর্ট যথাযথভাবে পূর্ব-প্রসঙ্গ পর্যায়ে তদন্তকে সালিসি চুক্তির "অস্তিত্ব"-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে।

১১ নং ধারায় আবেদন দাখিলের সীমাবদ্ধতা এবং অন্তর্নিহিত দাবির ক্ষেত্রে পার্থক্য ২০১৫ সালের সংশোধনীর পরেও টিকে থাকে না, কারণ আদালতের ভূমিকা শুধুমাত্র পক্ষগুলির মধ্যে সালিশ চুক্তির অস্তিত্ব পরীক্ষা করার মধ্যে সীমাবদ্ধ।

ধারা ১১-এর অধীনে একটি কার্যধারা শুরু করার জন্য সীমাবদ্ধতার প্রারম্ভিক বিন্দু হল ২৯.০৪.২০২০-এ সালিশের বিজ্ঞপ্তি জারি করার তারিখ থেকে ৩০ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়া। অতএব, পদক্ষেপের কারণটি একটি অব্যাহত ছিল। হাইকোর্ট যথাযথভাবে বলেছিল যে সীমাবদ্ধতার বিষয়টি অবশ্যই সালিশ ট্রাইব্যুনাল দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।

৬. প্রথম সমস্যা নিয়ে আলোচনা

১৯৯৬ সালের আইনটি বিরোধের দ্রুত সমাধানের জন্য তৈরি করা হয়েছে এবং সালিসী কার্যধারা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে পরিচালিত হয় বলে নিন্দা করার জন্য এই আইনে বিভিন্ন বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ১৯৯৬ সালের আইনে বিভিন্ন সময়সীমা দেওয়া হয়েছে যেমনঃ

(i) ধারা ৮-এ বলা হয়েছে যে সালিশের জন্য বিরোধের প্রসঙ্গের জন্য একটি আবেদন, বিরোধের বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রথম বিবৃতি জমা দেওয়ার পরে দায়ের করা হবে;

(ii) ধারা ৯(২)-এ বলা হয়েছে যে, যেখানে কোনও আদালত সুরক্ষার কোনও অন্তর্বর্তীকালীন পরিমাপের জন্য কোনও আদেশ পাস করে, সেই আদেশের তারিখ থেকে ৯০ দিনের মধ্যে সালিসী কার্যধারা শুরু করা হবে;

(iii) ধারা ১৩ অনুসারে, যখন কোনও সালিসকারীর বিরুদ্ধে বিরোধিতা করা হয়, তখন ট্রাইব্যুনাল গঠনের ১৫ দিনের মধ্যে অথবা ধারা ১২-এর উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত যেকোনো পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর তা উত্থাপন করতে হবে;

(iv) ধারা ১৬ (২)-এ বলা হয়েছে যে, ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ার নেই এমন একটি আবেদন প্রতিরক্ষা বিবৃতি জমা দেওয়ার পরে উত্থাপিত হবে;

(v) ধারা ৩৪(৩) স্বাক্ষরিত রায় প্রাপ্তির পর সর্বোচ্চ ১২0 দিন সময়সীমা প্রদান করে, আদালতে[১] আপত্তি দাখিল করার জন্য

৭. সালিসি ও সমঝোতা (সংশোধনী) আইন, ২০১৫ দ্বারা ১৯৯৬ সালের আইনটি সংশোধন করা হয়েছিল যাতে সালিসি কার্যধারার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য আরও বিধান অন্তর্ভুক্ত করা যায়ঃ (i) উপ-ধারা (১৩) যুক্ত করার জন্য ধারা ১১ সংশোধন করা হয়েছে যাতে বলা হয়েছে যে, সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্ট বা এই জাতীয় আদালত কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সামনে করা আবেদন যত দ্রুত সম্ভব নিষ্পত্তি করা হবে এবং বিরোধী পক্ষের বিজ্ঞপ্তি কার্যকর হওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আবেদনটি নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করা হবে; (ii) ধারা ২৯ক আদেশ দেয় যে সালিসি কার্যধারা আবেদন শেষ হওয়ার তারিখ থেকে ১২ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে; (iii) ধারা ৩৪ সংশোধন করে উপ-ধারা (৬) যুক্ত করা হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে যে ধারা ৩৪ এর অধীনে একটি আবেদন অন্য পক্ষকে আপত্তি দাখিলের বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার তারিখ থেকে ১ বছরের মধ্যে দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।

এই বিধানগুলির মধ্যে কয়েকটি বাধ্যতামূলক বলে ধরে নেওয়া হয়েছে, যেমন ধারা ৮ এবং ৩৪(৩); যেখানে ধারা ৩৪(৬)-এর মতো অন্যান্যগুলিকে নির্দেশিকা[২] হিসাবে ধরে রাখা হয়েছে।

৮. সালিসি আইন ১৯৯৬-এর ২০১৫ সালের সংশোধনীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, উচ্চ মূল্যের বাণিজ্যিক বিরোধগুলির দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বাণিজ্যিক আদালত আইন, ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছিল, যা উচ্চ আদালতে বাণিজ্যিক বিভাগ বা বাণিজ্যিক আপিল বিভাগ এবং জেলা পর্যায়ে বাণিজ্যিক আদালত স্থাপনের ব্যবস্থা করেছিল।

বাণিজ্যিক আদালত আইনের ১৩ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, সালিসি আইন, ১৯৯৬-এর ৩৭ নং ধারার অধীনে একটি আপিল বাণিজ্যিক আপিল আদালত বা বাণিজ্যিক আপিল বিভাগে দায়ের করা হবে, যা রায়ের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে হতে পারে।

[১] দক্ষিণ হরিয়ানা বিজলি বিতরণ নিগম লিমিটেড বনাম এম/এস নেভিগ্যান্ট টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড, সি.এ. নং, ৭৯১ / ২০২১ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ০২.০৩.২০২১

[২] বিহার রাজ্য ও অন্যান্যরা বনাম বিহার রাজ্য ভূমি বিকাশ ব্যাঙ্ক সমিতি (২০১৮) ৯ এসসিসি ৪৭২।

ধারা ১৪-এ আরও বলা হয়েছে যে, বাণিজ্যিক আপিল আদালত বা বাণিজ্যিক আপিল বিভাগ এই ধরনের আপিল দায়েরের তারিখ থেকে ৬ মাসের মধ্যে আপিলের সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করবে।

৯. ধারা ১১-এর অধীনে আবেদন দাখিলের জন্য সীমাবদ্ধতার বিষয়টি নির্ধারণ করার জন্য, আমাদের অবশ্যই প্রথমে পরীক্ষা করতে হবে যে সালিসি আইন, ১৯৯৬ এর জন্য কোনও সময়সীমা নির্ধারণ করে কিনা।

ধারা ১১ সালিসকারী নিয়োগের জন্য উপ-ধারা (৬)-এর অধীনে আবেদন করার জন্য কোনও সময়সীমা নির্ধারণ করে না। যেহেতু ১৯৯৬ সালের আইনে ধারা ১১-এর অধীনে আবেদন দাখিলের সময়সীমা নির্দিষ্ট করার কোনও বিধান নেই, তাই মধ্যস্থতা আইনের ধারা ৪৩ অনুসারে সীমাবদ্ধতা আইন, ১৯৬৩-এর আশ্রয় নিতে হবে, যা বিধান করে যে সীমাবদ্ধতা আইন সালিশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যেমন এটি আদালতের কার্যধারার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

"৪৩.-সীমাবদ্ধতা

(১) ১৯৬৩ সালের সীমা আইন (১৯৬৩ সালের ৩৬) সালিশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে, যেমনটি আদালতের কার্যক্রমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।"

কনসোলিডেটেড ইঞ্জিনিয়ারিং বনাম প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি, সেচ মামলায়,[৩] এই আদালত আদেশ করেছে যেঃ

''৪৫. আপিলকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি দিয়েছিলেন যে এসি আইনের ৪৩ ধারা শুধুমাত্র সালিশ আইনের বিধানগুলিকে প্রয়োগ করে, যার ফলে আদালতে সালিশ সম্পর্কিত যে কোনও কার্যধারায় আবেদনটি বাদ দেওয়ার অভিপ্রায় প্রকাশ করে। আপিলকারীর যুক্তি সীমা আইনের ২৯(২) ধারা এবং এসি আইনের ৪৩(১) ধারাকে উপেক্ষা করে এবং উপেক্ষা করে। আইনের ৪৩ ধারার উপ-ধারা (১) বিধান করে যে সীমাবদ্ধতা আইন সালিশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যেমন এটি আদালতে কার্যধারার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এসি আইনের ৪৩ ধারার উদ্দেশ্য আদালতের কার্যধারার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা আইনকে অপ্রযোজ্য করা নয়, অন্যদিকে, সীমাবদ্ধতা আইনকে সালিশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করা। যেমনটি ইতিমধ্যে লক্ষ্য করা গেছে, সীমাবদ্ধতা আইনটি শুধুমাত্র আদালতের কার্যধারার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, এবং তবে ধারা ৪৩-এর স্পষ্ট বিধানের ক্ষেত্রে, সীমাবদ্ধতা আইন সালিশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হত না, কারণ সালিশকারীরা বেসরকারী ট্রাইব্যুনাল এবং আদালত নয়। এসি আইনের ৪৩ ধারা, ১৯৬৩ সালের সীমা আইনের বিধানগুলিকে সালিশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করার পাশাপাশি, পুনর্ব্যক্ত করে যে সীমা আইন আদালতের কার্যক্রমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

[৩] (২০০৮) ৭ এস. সি. সি. ১৬৯।

অতএব, সীমাবদ্ধতা আইন, ১৯৬৩-এর বিধানগুলি এসি আইনের অধীনে সমস্ত কার্যধারার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য. আদালত এবং সালিশ উভয় ক্ষেত্রেই, এসি আইনের বিধানগুলি দ্বারা স্পষ্টভাবে বাদ দেওয়া ব্যতীত।''

(জোর দেওয়া হয়েছে)

১০. যেহেতু সীমাবদ্ধতা আইন, ১৯৬৩-এর তফসিলের কোনও অনুচ্ছেদে ধারা ১১-এর অধীনে সালিসকারী নিয়োগের জন্য আবেদন করার জন্য কোনও সময়সীমা দেওয়া নেই, তাই এটি সীমাবদ্ধতা আইন, ১৯৬৩-এর অনুচ্ছেদ ১৩৭-এর অবশিষ্ট বিধানের আওতায় আসবে। সীমাবদ্ধতা আইন, ১৯৬৩-এর অনুচ্ছেদ ১৩৭ প্রদান করেঃ

তৃতীয় বিভাগ – আবেদনপত্রসমূহ

আবেদনপত্রের বর্ণনা	সীমাবদ্ধতার মেয়াদ	কোন সময় থেকে মেয়াদ গণনা শুরু হবে
১৩৭. এই বিভাগে অন্য কোথাও যার জন্য কোনো সীমাবদ্ধতার মেয়াদ নির্ধারিত হয়নি, এমন অন্যান্য আবেদনপত্র	তিন বছর	যখন আবেদন করার অধিকার সৃষ্ট হয়

১১. এটি এখন মোটামুটিভাবে নিষ্পত্তি হয়েছে যে, ধারা ১১-এর অধীনে আবেদন দাখিলের সীমাবদ্ধতা সালিশের আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করার ৩০ দিনের মধ্যে সালিসকারী নিয়োগ করতে ব্যর্থ হওয়ার পরে উদ্ভূত হবে। অন্য কথায়, ধারা ১১-এর অধীনে একটি আবেদন কেবলমাত্র নির্দিষ্ট দাবি(গুলি)/বিরোধ(গুলি) সম্পর্কিত সালিশের বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার পরে দায়ের করা যেতে পারে যা সালিশের জন্য উল্লেখ করা হবে [আইনের ধারা ২১ দ্বারা বিবেচিত], এবং নিয়োগ করতে ব্যর্থতা রয়েছে।

১২. সালিসকারী নিয়োগের জন্য আবেদন দাখিলের সীমাবদ্ধতার সময়কালকে অন্তর্নিহিত 'বাণিজ্যিক চুক্তিতে করা মূল দাবির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সীমাবদ্ধতার সময়কালের সাথে বিভ্রান্ত বা মিশ্রিত করা যাবে না। এই ধরনের দাবির জন্য সীমাবদ্ধতার সময়কাল সীমাবদ্ধতা আইন, ১৯৬৩-এর বিভিন্ন ধারার অধীনে নির্ধারিত করা হয়েছে। অন্তর্নিহিত মূল বিরোধের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সীমাবদ্ধতা অবশ্যই সালিসকারী নিয়োগের জন্য আবেদন দায়ের করার থেকে আলাদা। এই অবস্থান' এমনকি সালিস আইন, ১৯৪০-এর ধারা ২০-এর অধীনেও স্বীকৃত ছিল। সি. বুধরাজা বনাম চেয়ারম্যান, ওড়িশা মাইনিং কর্পোরেশন লিমিটেড[৪] মামলায় এই আদালতের রায়ের উল্লেখ করা যেতে পারে যেখানে বলা হয়েছিল যে ১৯৪০ সালের আইনের ৩৭(৩) ধারায় বলা হয়েছে যে, সীমা আইনের উদ্দেশ্যে, যখন সালিশ চুক্তির এক পক্ষ অন্য পক্ষকে সালিসকারী নিয়োগের জন্য একটি বিজ্ঞপ্তি প্রদান করে, তখন একটি সালিশ শুরু হয়েছে বলে গণ্য করা হবে।

[৪] (২০০৮) ২ এস. সি. সি ৪৪৪।

এই রায়ের ২৬ অনুচ্ছেদ নিম্নরূপ পড়েঃ

''২৬. আইনের ৩৭(৩) ধারায় বলা হয়েছে যে, সীমাবদ্ধতা আইনের উদ্দেশ্যে 'খ' সালিশ শুরু হয়েছে বলে মনে করা হয় যখন সালিশ চুক্তির একটি পক্ষ অন্য পক্ষকে একটি বিজ্ঞপ্তি দেয় যাতে সালিসকারী নিয়োগের প্রয়োজন হয়। এই ধরনের বিজ্ঞপ্তি ৪-৬-১৯৮০-এ জারি করা হয়েছে, এটি দেখতে হবে যে দাবিগুলি সেই তারিখের সময়মতো ছিল কিনা। যদি দাবিগুলি ৪-৬-১৯৮০-এ নিষিদ্ধ করা হয়, তবে এটি অনুসরণ করে যে দাবিগুলি সালিসকারী দ্বারা এই ভিত্তিতে প্রত্যাখ্যান করতে হয়েছিল যে দাবিগুলি সীমাবদ্ধতার দ্বারা নিষিদ্ধ ছিল। এই সময়ের সঙ্গে আইনের ৮(২) ধারার অধীনে আবেদন দাখিলের সীমাবদ্ধতার কোনও সম্পর্ক নেই। যতদূর পর্যন্ত ৮(২) ধারার অধীনে কোনও আবেদনের কথা বলা যায়, অন্য পক্ষ যখন সালিশ আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তি মেনে চলতে ব্যর্থ হয় তখন পদক্ষেপের কারণ দেখা দেবে। অতএব, ধারা ৪(২) এর অধীনে একজন সালিসকারী নিয়োগের জন্য আবেদন দাখিলের সীমার সময়কালকে দাবি দাখিলের সীমার সময়কালের সাথে গুলিয়ে ফেলা যাবে না। মেজর (অবসরপ্রাপ্ত) ইন্দর সিং রেখি বনাম ডিডিএ [(১৯৮৮) ২ এসসিসি ৩৩৮], পঞ্চু গোপাল বোস বনাম কলকাতা বন্দরের ট্রাস্টি বোর্ড [(১৯৯৩) ৪ এসসিসি ৩৩৮] এবং উৎকল কমার্শিয়াল কর্পোরেশন বনাম সেন্ট্রাল কোল ফিল্ডস লিমিটেড [(১৯৯৯) ২ এসসিসি ৫৭১] মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তগুলিও এই অবস্থান স্পষ্ট করে।''

১৩. বিভিন্ন হাইকোর্ট এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছে যে সীমাবদ্ধতা আইনের ১৩৭ অনুচ্ছেদ সালিসি আইনের ১১ ধারার অধীনে কোনও আবেদনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। ১৯৯৬ সালের আইনের ১১ ধারার অধীনে আবেদনের ক্ষেত্রে ১৩৭ ধারার প্রযোজ্যতার প্রশ্নটি লিফ বায়োটেক বনাম পৌর কর্পোরেশন নাসিক মামলায়[৫] বোম্বে হাইকোর্টের সামনে বিবেচনার জন্য উঠে আসে যেখানে বলা হয় যে ১১ ধারার অধীনে আবেদনের জন্য সীমার সময়কাল সীমাবদ্ধতা আইনের ১৩৭ ধারা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। পরবর্তীকালে, দীপদর্শন বিল্ডার্স প্রাইভেট লিমিটেড বনাম সরোজ মামলায় বোম্বে হাইকোর্ট নিম্নলিখিত বিষয়গুলি গঠন করেঃ

''(ii) ১৯৬৩ সালের সীমা আইনের তফসিলের ১৩৭ ধারা কি সালিশ আইনের ধারা ১১(৬) এর অধীনে দাখিল করা সালিশ আবেদনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এবং প্রযোজ্য হলে, ১৯৬৩ সালের সীমা আইনের ৫ ধারা কি এই সালিশ আবেদনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এবং যদি ৫ ধারা এই সালিশ আবেদনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, তাহলে আবেদনকারী কি এই সালিশ আবেদন দাখিল করতে বিলম্বের জন্য যথেষ্ট কারণ দর্শিয়েছেন?''

[৫] ২০১০ (৬) এমএইচ এলজে ৩১৬।

[৬] (২০১৯) ১ এ আই আর বোম্বে আর ২৪৯।

বোম্বে হাইকোর্ট আদেশ করেছে যেঃ

"৪২. আমার মতে, যেহেতু সালিশ আইনের ধারা ১১(৬) এর অধীনে মামলাগুলি হাইকোর্টে দাখিল করা আবশ্যক, ১৯৬৩ সালের সীমাবদ্ধতা আইনের তফসিলের ১৩৭ অনুচ্ছেদ সালিসি আইনের ১১(৬) ধারার অধীনে দায়ের করা এই ধরনের আবেদনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। আমার মতে, যেহেতু ১৯৬৩ সালের সীমাবদ্ধতা আইনের তফসিলের ১৩৭ অনুচ্ছেদ সালিসি আইনের ১১(৬) ধারার অধীনে সালিসি আবেদনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, ১৯৬৩ সালের সীমা আইনের ৫ ধারা সালিশ আইনের ১১(৬) ধারার অধীনে দাখিল করা সালিশ আবেদনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

৪৬. এটা কোনও বিতর্কের বিষয় নয় যে, সালিসি আইন, ১৯৪০-এর ২০ ধারার অধীনে সালিসি চুক্তি নথিভুক্ত করার জন্য এবং সালিসি চুক্তি অনুযায়ী আদালতে সালিসকারী নিয়োগের জন্য আবেদন করার প্রয়োজন ছিল। যেহেতু ২০ ধারার অধীনে উল্লিখিত কার্যধারা যথাযথ আদালতে দায়ের করা প্রয়োজন ছিল, তাই ১৯৬৩ সালের সীমাবদ্ধতা আইনের ১৩৭ অনুচ্ছেদের বিধানগুলি যথাযথ আদালতে দায়ের করা এই ধরনের কার্যধারার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল।আমার মতে, যেহেতু সালিসি ট্রাইব্যুনাল নিয়োগের জন্য সালিসি আইনের ১১ (৬) বা ১১ (৯) ধারার অধীনে কার্যধারা এখন হাইকোর্ট বা মাননীয় সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করা প্রয়োজন। ১৯৬৩ সালের সীমাবদ্ধতা আইনের তফসিলের ১৩৭ অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হবে। এটি বিতর্কিত নয় যে ১৯৬৩ সালের সীমাবদ্ধতা আইনের তফসিলের অন্য কোনও অনুচ্ছেদে সালিসি আইনের যথাক্রমে ১১ (৬) বা ১১ (৯) ধারার অধীনে দায়ের করা সালিসি আবেদন দায়ের করার জন্য অন্য কোনও সীমাবদ্ধতার সময়কালের ব্যবস্থা নেই।

৪৭. এই বিষয়ে কোনও বিতর্ক নেই যে, ১৯৬৩ সালের সীমাবদ্ধতা আইনের তফসিলের ১৩৭ অনুচ্ছেদে আবেদন করার অধিকার অর্জনের তারিখ থেকে তিন বছরের মধ্যে এই ধরনের আবেদন দাখিল করতে হবে। আমার মতে, ১৯৬৩ সালের সীমা আইনের ১৩৭ ধারা অনুসারে, হাইকোর্ট বা মাননীয় সুপ্রিম কোর্টে সালিশ আইনের ধারা ১১(৬) অথবা ১১(৯) ধারার অধীনে একজন সালিসকারী নিয়োগের জন্য আবেদন সেই তারিখ থেকে প্রযোজ্য হবে যখন অন্য পক্ষ সালিশ চুক্তি আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি পায় এবং অন্য পক্ষ প্রতিপক্ষের প্রস্তাবিত নাম প্রত্যাখ্যান করে অথবা ধারা ১১ এর বিধান অনুসারে অথবা সালিশ চুক্তিতে নির্ধারিত সম্মত পদ্ধতি অনুসারে বিবেচনা করা সময়ের মধ্যে অন্য কোনও সালিসকারী নিয়োগ করতে অস্বীকার করে অথবা নির্দিষ্টভাবে এই ধরনের অন্য পক্ষ নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হওয়ার ক্ষেত্রে কোনও সালিসকারী নিয়োগ করতে অস্বীকার করে।

৪৮. আমার মতে, ১৯৬৩ সালের সীমা আইনের তফসিলের ১৩৭ ধারার অধীনে নির্ধারিত সীমা, যা হাইকোর্ট বা মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের সামনে দাখিল করা সালিশ আইনের ধারা ১১(৬) অথবা ১১(৯) এর অধীনে আবেদনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, ১৯৬৩ সালের সীমা আইনের তফসিলের অন্যান্য বিভিন্ন ধারায় নির্ধারিত দাবির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সীমার সময়কালের সাথে মিশ্রিত করা যাবে না। এই উভয় সীমার সময়কাল, অর্থাৎ একটি দাবি করা হচ্ছে তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং আরেকটি সালিশ আইনের ধারা ১১(৬) অথবা ধারা ১১(৯) এর অধীনে আবেদনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যার ক্ষেত্রে ১৯৬৩ সালের সীমা আইনের তফসিলের ১৩৭ ধারা প্রযোজ্য, দুটি ভিন্ন সীমার সময়কাল এবং একে অপরের জন্য প্রযোজ্য করা যাবে না।"

উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে বিশেষ অনুমতির আবেদন (এসএলপি (সি) নং ৩০৫ / ২০১৯) ১৬.০২.২০১৯ তারিখের আদেশের মাধ্যমে খারিজ করা হয়েছিল।

১৪. অনুচ্ছেদ ১৩৭-এর প্রয়োগযোগ্যতা সম্পর্কে হাইকোর্টের অন্যান্য সিদ্ধান্তগুলি হল প্রসার ভারতী বনাম মা কমিউনিকেশন[৭] এবং গোল্ডেন চারিয়ট বনাম মুকেশ পানিকা[৮] দিল্লি হাইকোর্ট কর্তৃক গৃহীত। গোল্ডেন চারিয়ট মামলায় দায়ের করা এসএলপি বাতিল করা হয়েছিল এসএলপি (সি) নং ৩৬৫৮ / ২০১৯-এ ৩১.০১.২০১৯ তারিখের আদেশের মাধ্যমে।

১৫. এই সমস্ত রায়ের যুক্তি মনে হয় যে যেহেতু ১১ ধারার অধীনে একটি আবেদন আদালতে দায়ের করতে হবে, এবং যেহেতু সীমাবদ্ধতা আইন, ১৯৬৩-এর কোনও নির্দিষ্ট অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য নয়, তাই অবশিষ্ট অনুচ্ছেদটি প্রযোজ্য হবে। প্রভাবটি হল যে ধারা ১১-এর অধীনে আবেদন দায়ের করার সীমাবদ্ধতার সময়কাল সালিসকারী নিয়োগ করতে অস্বীকার করার তারিখ থেকে ৩ বছর, বা ৩০ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে, যেটি আগে হয়।

১৬. জিও মিলার অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড বনাম চেয়ারম্যান, রাজস্থান বিদ্যুৎ উৎপাদন নিগম লিমিটেড মামলায়[৯] তিন বিচারপতির বেঞ্চ রায় দিয়েছে যে ১৯৯৬ সালের আইনের ৪৩ ধারার উপ-ধারা (১) এবং (৩) পড়ার পরে, সীমাবদ্ধতা আইন, ১৯৬৩-এর বিধানগুলি সালিসি আইনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

[৭] ২০১০ (১১৫) ডিআরজে ৪৩৮ (ডিবি)।

[৮] ২০১৮ এসসিসি অনলাইন দিল্লি ১০০৫০, এসএলপি (সি) নং ৪০৬২৭ / ২০১৮ এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ৩১.০১.২০১৯-এ খারিজ করা হয়েছিল।

[৯] (২০২০) ১৪ এসসিসি ৬৪৩, ৬৪৯।

এই রায়ের ১৪ অনুচ্ছেদটি এইভাবে পড়েঃ

''১৪. ১৯৯৬ সালের আইনের ৪৩(১) এবং (৩) ধারা ১৯৪০ সালের আইনের ৩৭(১) এবং (৪) ধারার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটা সুনিশ্চিত যে, ১৯৬৩ সালের সীমা আইনের প্রথম তফসিলের ১৩৭ ধারা অনুসারে, ১৯৪০ সালের আইন (দেখুন উড়িষ্যা রাজ্য বনাম দামোদর দাস [ওড়িষ্যা রাজ্য বনাম দামোদর দাস, (১৯৯৬) ২ এসসিসি ২১৬]) এবং ১৯৯৬ সালের আইন (দেখুন গ্রাসিম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড বনাম কেরালা রাজ্য [গ্রাসিম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড বনাম কেরালা রাজ্য, (২০১৮) ১৪ এসসিসি ২৬৫: (২০১৮) ৪ এসসিসি (সিআইভি) ৬১২]) অনুসারে, কোনও বিরোধকে সালিশের কাছে পাঠানোর জন্য বা আদালতে একজন সালিসকারী নিয়োগের জন্য সীমাবদ্ধতার সময়কাল, যে তারিখে প্রথম সালিশের দাবি করা হয়েছে তার কারণ বা সালিশের দাবি উত্থাপিত হওয়ার তারিখ থেকে তিন বছর।''

১৭. সালিসি ও সমঝোতা ১৯৯৬-এর ধারা ১১-এর অধীনে সীমাবদ্ধতার সময়সীমা প্রদানের জন্য আইনের শূন্যতার পরিপ্রেক্ষিতে, আদালতগুলি এই অবস্থানের আশ্রয় নিয়েছে যে সীমাবদ্ধতার সময়কাল অনুচ্ছেদ ১৩৭ দ্বারা নির্ধারিত হবে, যা আবেদনের অধিকার অর্জনের তারিখ থেকে ৩ বছরের সময়কাল প্রদান করে। তবে, এটি ধারা ১১-এর অধীনে আবেদন দায়ের করার জন্য একটি অযথা দীর্ঘ সময়কাল, কারণ এটি আইনের উদ্দেশ্যকে পরাজিত করবে, যা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাণিজ্যিক বিরোধের দ্রুত সমাধানের ব্যবস্থা করে। ১৯৯৬ সালের আইনটি ২০১৫ এবং ২০১৯ সালে দু 'বার সংশোধন করা হয়েছে, যাতে সালিশ কার্যক্রম পরিচালিত হয় এবং দ্রুত শেষ হয় তা নিশ্চিত করার জন্য আরও সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়। ২৯ক নং ধারায় বলা হয়েছে যে সালিশ ট্রাইব্যুনাল ১৮ মাসের মধ্যে কার্যধারা শেষ করবে। আইন প্রণয়নের অভিপ্রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে, ধারা ১১ এর অধীনে আবেদন দায়ের করার জন্য ৩ বছরের সময়কাল আইনের পরিকল্পনার পরিপন্থী হবে।

সংসদের জন্য ১১ নং ধারার একটি সংশোধনী কার্যকর করা প্রয়োজন হবে, যার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করা হবে যার মধ্যে কোনও পক্ষ ১৯৯৬ সালের আইনের ১১ ধারার অধীনে সালিশ নিয়োগের জন্য আবেদন করার জন্য আদালতে যেতে পারে।

১৮. বর্তমান মামলার তথ্যের উপর উপরোক্ত আইন প্রয়োগ করে, 'আমরা দেখতে পাই যে ১১ নং ধারার অধীনে আবেদনটি সীমাবদ্ধতা আইনের ১৩৭ অনুচ্ছেদের অধীনে নির্ধারিত সীমাবদ্ধতা সময়ের মধ্যে দায়ের করা হয়েছিল। নর্টেল ২৯.০৪.২০২০ তারিখের চিঠির মাধ্যমে সালিশের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল, যা বিএসএনএল তার ০৯.০৬.২০২০ তারিখের উত্তরের মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করেছিল। ধারা ১১ এর অধীনে আবেদনটি ২৪.০৭.২০২০ তারিখে হাইকোর্টে দাখিল করা হয়েছিল, অর্থাৎ সালিসকারী নিয়োগের অনুরোধ প্রত্যাখ্যানের ৩ বছরের মধ্যে।

দ্বিতীয় সমস্যা নিয়ে আলোচনা

১৯. আমরা এখন দ্বিতীয় যে সমস্যাটি বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করব, অর্থাৎ ধারা ১১ এর অধীনে আদালত কি একজন সালিসকারী নিয়োগ করতে বাধ্য, এমনকি যদি দাবিগুলি সময়সীমার বাইরে থাকে। এই বিষয়টি নির্ধারণ করার জন্য, আমাদের আইনের ১১ নং ধারার অধীনে এখতিয়ারের পরিধি পরীক্ষা করতে হবে।

ধারা ১১-এর আইন প্রণয়নের ইতিহাস

প্রাক-সংশোধন অবস্থান

মূল আইনের অধীনে, ধারা ১১-এর অধীনে আইন প্রণয়নের পরিকল্পনাটি ছিল যে পক্ষগুলি যদি সালিসকারী নিয়োগের জন্য কোনও পদ্ধতিতে সম্মত হয়, তবে সেই পদ্ধতি অনুসারে নিয়োগ করতে হবে। পক্ষগুলির মধ্যে কোনও চুক্তি না থাকলে, অভ্যন্তরীণ সালিসে নিয়োগের ডিফল্ট ক্ষমতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বা তাঁর দ্বারা মনোনীত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রয়োগ করা হবে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশের ক্ষেত্রে, ডিফল্ট ক্ষমতা ভারতের প্রধান বিচারপতি বা তাঁর[১০] দ্বারা মনোনীত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রয়োগ করা হবে।

সর্বোচ্চ বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষকে নিয়োগের ক্ষমতা প্রদানের উদ্দেশ্য ছিল নিয়োগের প্রক্রিয়াকে বিশ্বাসযোগ্যতা প্রদান করা।

২০. এসবিপি অ্যান্ড কো. বনাম প্যাটেল ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড মামলায়[১১], এই আদালতের সাত বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ ১৯৯৬ সালের আইনের ১১ ধারার পরিধি বিবেচনা করে রায় দেয় যে, এই আইনের পরিকল্পনায় প্রধান বিচারপতি বা তাঁর মনোনীত ব্যক্তিকে সালিসকারী নিয়োগের জন্য ডিফল্ট ক্ষমতা প্রয়োগ করার আগে ৭ নং ধারার পরিপ্রেক্ষিতে সালিশ চুক্তি আছে কিনা তা নির্ধারণ করতে হবে। পূর্ব-প্রসঙ্গ পর্যায়ে ক্ষমতার পরিধি নিম্নরূপ হবেঃ

''৩৩. সালিশ আইন, ১৯৪০-এর ধারা ৮ আদালতকে সক্ষম করে যখন সেই পক্ষে একটি বাদ দেওয়ার জন্য যোগাযোগ করা হয়। সেই আইনের ধারা ২০ আদালতকে পক্ষগুলিকে সালিশ চুক্তি তৈরি করতে এবং তারপরে বিরোধের বিচারের জন্য একজন সালিসকারী নিয়োগ করতে বাধ্য করতে সক্ষম করে। এটি বলা সম্ভব যে আইনের ধারা ১১(৬) উভয় ক্ষমতাকে একত্রিত করে। হতে পারে, এটি পুরানো আইনের ধারা ৮-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু আইনের প্রাসঙ্গিক বিধানের প্রেক্ষাপটে ক্ষমতাকে কেবল প্রশাসনিক ক্ষমতা বলা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয় না।

[১০] ১৯৯৬ সালের আইনের ধারা ১১(৯)।

১১ (২০০৫) ৮ এসসিসি ৬১৮।

প্রথমত, ক্ষমতাটি কোনও প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের উপর নয়, বরং কোনও বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের উপর, যা রাজ্যের বা দেশের সর্বোচ্চ বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ। নিঃসন্দেহে, এই ধরনের কর্তৃপক্ষ প্রশাসনিক কাজও সম্পাদন করে। আইনের ১১ নং ধারার পরিপ্রেক্ষিতে একটি সালিসী ট্রাইব্যুনালের নিয়োগ, একটি আইন থেকে প্রাপ্ত ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে এবং আইন নিজেই সেই ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য বিদ্যমান শর্তগুলি নির্ধারণ করে। সেই ক্ষমতা প্রয়োগের প্রক্রিয়ায়, স্পষ্টতই পক্ষগুলির শুনানির অধিকার থাকবে এবং যখন কোনও পক্ষের যুক্তি গ্রহণ বা বাতিল করার ক্ষেত্রে ক্ষমতা প্রয়োগের শর্তগুলির অস্তিত্ব পাওয়া যায়, তখন এটি অবশ্যই একটি আদেশের সমান, বিচার বিভাগীয় প্রকৃতির, যা আইন বা অন্য কোনও আইন বা সংবিধান দ্বারা পরিকল্পিত যে কোনও উপলব্ধ বিচারিক বিরোধিতাের সাপেক্ষে চূড়ান্ত। সেই দৃষ্টিকোণ থেকেও দেখা যায়, প্রধান বিচারপতি সালিসকারী নিয়োগের সময় বিচারিক ক্ষমতা প্রয়োগ করেন বলে মনে করা উপযুক্ত বলে মনে হয়।

৩৯. আইনের ১১ ধারার অধীনে আবেদনের মাধ্যমে প্রধান বিচারপতিকে ঠিক কী সিদ্ধান্ত নিতে হবে তা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। স্পষ্টতই, এই অর্থে তাকে তার নিজের এখতিয়ার নির্ধারণ করতে হবে যে প্রস্তাব দেওয়া পক্ষটি সঠিক হাইকোর্টের কাছে গেছে কিনা। তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে আইনে সংজ্ঞায়িত সালিশ চুক্তি আছে কিনা এবং যে ব্যক্তি তার সামনে অনুরোধ করেছে, সে এই ধরনের চুক্তির পক্ষ কিনা। এটি নির্দেশ করা প্রয়োজন যে তিনি এই প্রশ্নটিও সিদ্ধান্ত নিতে পারেন যে দাবিটি একটি মৃত দাবি ছিল কিনা; অথবা একটি দীর্ঘ-নিষিদ্ধ দাবি যা পুনরুত্থিত করার চেষ্টা করা হয়েছিল এবং পক্ষগুলি তাদের পারস্পরিক অধিকার ও বাধ্যবাধকতার সন্তুষ্টি রেকর্ড করে বা আপত্তি ছাড়াই চূড়ান্ত অর্থ প্রদান করে লেনদেনটি শেষ করেছে কিনা। সেই পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নাও হতে পারে যে একটি লাইভ দাবি করা হয়েছে, যা সালিশ ধারার আওতায় আসে কিনা। সালিশের সাথে জড়িত দাবির গুণাগুণ সহ প্রমাণ গ্রহণের জন্য সেই প্রশ্নটি সালিশ ট্রাইব্যুনাল দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ছেড়ে দেওয়া উপযুক্ত হবে। প্রধান বিচারপতিকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে আবেদনকারী আইনের ১১ (৬) ধারার অধীনে সালিসকারী নিয়োগের শর্ত পূরণ করেছেন কিনা। এই দিকগুলির উপর সিদ্ধান্ত নেওয়ার উদ্দেশ্যে, প্রধান বিচারপতি হয় হলফনামা এবং উপস্থাপিত নথির ভিত্তিতে অগ্রসর হতে পারেন অথবা প্রয়োজনে এই ধরনের প্রমাণ গ্রহণ করতে পারেন অথবা এই ধরনের প্রমাণ নথিভুক্ত করতে পারেন।

আমরা মনে করি, এই আইনের প্রেক্ষাপটে সালিশ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার আইন দ্বারা যে উদ্দেশ্য অর্জনের চেষ্টা করা হয়েছে তা সর্বোত্তমভাবে সম্পন্ন হবে, সালিশ ট্রাইব্যুনালের সামনে কার্যধারার বিভিন্ন পর্যায়ে আদালতে খুব বেশি যোগাযোগ না করেই।

৪৭. (iv) প্রধান বিচারপতি বা মনোনীত বিচারপতির এই রায়ের পূর্ববর্তী অংশে উল্লিখিত প্রাথমিক দিকগুলি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার থাকবে। এই অনুরোধ, বৈধ সালিশ চুক্তির অস্তিত্ব, একটি জীবন্ত দাবির অস্তিত্ব বা অন্যথায়, তার ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য শর্তের অস্তিত্ব এবং সালিসকারী বা সালিসকারীদের যোগ্যতার উপর নির্ভর করার জন্য এগুলি তার নিজস্ব এখতিয়ার হবে।''

২১. পরবর্তীকালে, ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কো. লিমিটেড বনাম বোঘারা অলিফ্যাব প্রাইভেট লিমিটেড মামলায়[১২], আদালত ভারতের প্রধান বিচারপতি/হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি কর্তৃক ১১ নং ধারার অধীনে সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রাথমিক বিষয়গুলিকে এবং যেগুলো সালিসকারী কর্তৃক সিদ্ধান্ত নিতে হবে, সেগুলোকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হবেঃ

(i) প্রধান বিচারপতি বা তার মনোনীত ব্যক্তি যে বিষয়গুলি সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য তা হল আবেদনকারী পক্ষ উপযুক্ত হাইকোর্টে আবেদন করেছে কিনা; কোন সালিশ চুক্তি আছে কিনা; এবং আবেদনকারী পক্ষ চুক্তির একজন পক্ষ কিনা;

(ii) প্রধান বিচারপতি যে বিষয়গুলি নির্ধারণ করতে পারেন সেগুলি হল: দাবিটি কি মৃত বা দীর্ঘ-বাধাপ্রাপ্ত দাবি, নাকি একটি জীবিত দাবি; পক্ষগুলি তাদের পারস্পরিক অধিকার এবং বাধ্যবাধকতার সন্তুষ্টি নথিভুক্ত করে চুক্তি / লেনদেন সম্পন্ন করেছে কিনা, অথবা পক্ষটি আপত্তি ছাড়াই চূড়ান্ত অর্থ প্রদান পেয়েছে কিনা;

(iii) যেসব বিষয়ের সিদ্ধান্ত সালিসী ট্রাইব্যুনালের উপর ছেড়ে দিতে হবে তা হল দাবিটি সালিসী ধারার মধ্যে পড়ে কিনা (উদাহরণস্বরূপ, এমন একটি বিষয় যা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য সংরক্ষিত, এবং সালিসী থেকে "ব্যতিক্রম" বা বাদ দেওয়া হয়েছে); জড়িত দাবির যোগ্যতা।

[১২] (২০০৯) ১ এস. সি. সি ২৬৭।

২২. ভারতের ইউনিয়ন এবং অন্যান্যরা বনাম মাস্টার কনস্ট্রাকশন কোং[১৩] মামলায় এই আদালত বলেছিল যে প্রতারণা, বলপ্রয়োগ, চাপ বা অযৌক্তিক প্রভাবের মাধ্যমে ডিসচার্জ ভাউচার, বা কোনও দাবি শংসাপত্র, বা নিষ্পত্তি চুক্তি প্রাপ্ত হয়েছে কিনা তা অবশ্যই ধারা ১১ পর্যায়ে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ দ্বারা নির্ধারণ করা উচিত, যখন এই ধরনের বিরোধ উত্থাপিত হয়েছিল কিনা তা সত্যিকারের এবং খাঁটি কিনা তা অবশ্যই প্রাথমিকভাবে নির্ধারণ করা উচিত। যদি বিরোধটি প্রাথমিকভাবে বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব বলে মনে হয় তবে বিষয়টি সালিশের কাছে পাঠানো হবে না। জালিয়াতি, বলপ্রয়োগ, চাপ বা অযৌক্তিক প্রভাবের একটি টাকাপয়সা আবেদন যথেষ্ট ছিল না, যদি না এই ধরনের আবেদন স্থাপনকারী পক্ষটি নথিতে উপাদান রেখে প্রাথমিকভাবে এটি প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়।

২৩. <u>সংশোধন-পরবর্তী অবস্থান</u>

১৯৯৬ সালের আইনটি সালিসি ও সমঝোতা (সংশোধনী) আইন, ২০১৫ দ্বারা সংশোধন করা হয়েছিল যা ২৩.১০.২০১৫ থেকে কার্যকর হয়েছিল। উক্ত সংশোধনীটি ভারতের আইন কমিশনের ২৪৬তম প্রতিবেদনের সুপারিশগুলির উপর ভিত্তি করে করা হয়েছিল। ২০১৫ সালের সংশোধনী আইনে তিনটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনা হয়েছেঃ

(i) এটি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে দেশীয় সালিশের ক্ষেত্রে নিয়োগের ডিফল্ট ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে সংশ্লিষ্ট হাইকোর্ট কর্তৃক প্রতিস্থাপিত করে; এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশের ক্ষেত্রে, ভারতের প্রধান বিচারপতির পরিবর্তে সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক ডিফল্ট ক্ষমতা প্রয়োগ করা হবে।

(ii) এটি ধারা ১১-এ উপ-ধারা (৬ক) এবং (৬খ) যুক্ত করেছে, যা নিম্নরূপঃ

"১১. সালিসকারীদের নিয়োগ-

(৬ক) সুপ্রিম কোর্ট, ক্ষেত্রমত, হাইকোর্ট, উপ-ধারা (৪) বা উপ-ধারা (৫) বা উপ-ধারা (৬) এর অধীনে যেকোনো আবেদন বিবেচনা করার সময়, যেকোনো আদালতের যেকোনো রায়, ডিক্রি বা আদেশ সত্ত্বেও, সালিসি চুক্তির অস্তিত্ব পরীক্ষা করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবে।

(৬খ) এই ধারার উদ্দেশ্যে সুপ্রিম কোর্ট, অথবা, ক্ষেত্রমত, হাইকোর্ট কর্তৃক কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পদবী সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্ট কর্তৃক বিচারিক ক্ষমতা অর্পণ হিসাবে বিবেচিত হবে না।"

[১৩] (২০১১) ১২ এসসিসি ৩৪৯।

উপ-ধারা (৬ক) একটি অ-প্রতিবন্ধক ধারা দ্বারা শর্ত থাকে যে, যেকোনো আদালতের যেকোনো রায়, ডিক্রি বা আদেশ সত্ত্বেও, ধারা ১১ পর্যায়ে পরীক্ষার সুযোগ সালিসি চুক্তির অস্তিত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

এই সংশোধনীর ফলে যদি সালিশি চুক্তির অস্তিত্ব বিতর্কিত না হয়, তাহলে অন্যান্য সমস্ত বিষয় সালিশি ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে। এটি কম্পেটেনজ-কম্পেটেনজ মতবাদকে শক্তিশালী করার জন্য ছিল, যা ট্রাইব্যুনালকে তার নিজস্ব এখতিয়ারে রায় দেওয়ার ক্ষমতা দেয়, যার মধ্যে সালিশি চুক্তির বৈধতা সম্পর্কিত যেকোনো আপত্তি অন্তর্ভুক্ত থাকে; এবং এর ফলে প্রাক-রেফারেন্স পর্যায়ে বিচারিক হস্তক্ষেপ কমিয়ে আনা যায়।

(iii) উপ-ধারা (৬খ) যুক্ত করা হয়েছিল যাতে কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্ট দ্বারা ধারা ১১ এর অধীনে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে পদবি দেওয়া হয়, তা বিচার বিভাগীয় ক্ষমতার প্রতিনিধি হিসাবে বিবেচিত হবে না।

ধারা ১১-এর সংশোধনীগুলি এসবিপি অ্যান্ড কোং, বোঘারা পলিফ্যাব, মাস্টার কনস্ট্রাকশন, ইত্যাদির মতো রায়ের ধারাকে আইনগতভাবে বাতিল করার জন্য আনা হয়েছিল, যা প্রাক-রেফারেন্স পর্যায়ে বিভিন্ন বিষয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার পরিধি বৃদ্ধি করেছিল।

২৪. ডুরো ফেলগুয়েরা এসএ বনাম গঙ্গাভারম পোর্ট লিমিটেড মামলায়[১৪] উপ-ধারা (৬ক) বিবেচনার জন্য আসে, যেখানে আদালত বলে যে আইনসভার নীতি হল নিয়োগ পর্যায়ে বিচারিক হস্তক্ষেপ কমানো। ধারা ১১ এর অধীনে একটি আবেদনে, আদালতের উচিত রেফারেন্স দেওয়ার আগে কেবল সালিশি চুক্তির অস্তিত্ব পরীক্ষা করা। ২০১৫ সালের সংশোধনীর পর, আদালতকে যা পরীক্ষা করতে হবে তা হল একটি সালিশি চুক্তি বিদ্যমান কিনা - এর বেশি কিছু নয়, কম কিছু নয়।

''৪৮. ২০১৫ সালের সংশোধনী দ্বারা সংযোজিত ১১(৬-ক) ধারাটি নিম্নরূপঃ

"১১. (৬-ক) সুপ্রিম কোর্ট অথবা, ক্ষেত্রমত, হাইকোর্ট, উপ-ধারা (৪) অথবা উপ-ধারা (৫) অথবা উপ-ধারা (৬) এর অধীনে যেকোনো আবেদন বিবেচনা করার সময়, যেকোনো আদালতের যেকোনো রায়, ডিক্রি বা আদেশ সত্ত্বেও, একটি সালিসি চুক্তির অস্তিত্ব পরীক্ষা করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবে।" (জোর দেওয়া হয়েছে)

[১৪] (২০১৭) ৯ এসসিসি ৭২৯।

ধারা ১১(৬-ক) পড়ার পর, আইনসভার উদ্দেশ্য স্পষ্ট, অর্থাৎ আদালতের কেবল একটি দিক - একটি সালিসি চুক্তির অস্তিত্ব - খতিয়ে দেখা উচিত এবং দেখা উচিত। সালিসি চুক্তি আছে কিনা তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য কী কী বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ, তা হল পরবর্তী প্রশ্ন। এর সমাধান সহজ - চুক্তিতে এমন কোনও ধারা আছে কিনা যা চুক্তির পক্ষগুলির মধ্যে উদ্ভূত বিরোধগুলির বিষয়ে সালিসি করার ব্যবস্থা করে তা দেখা দরকার।

৫৯. ১৯৯৬ সালের আইনের ১১(৬) নং ধারার অধীনে ক্ষমতার পরিধি উল্লেখযোগ্যভাবে বিস্তৃত ছিল এস. বি. পি অ্যান্ড কো. সি. [এস. বি. পি অ্যান্ড কো. বনাম প্যাটেল ইং লিমিটেড, (২০০৫) ৮ এস. সি. সি. ৬১৮] এবং বোঘারা পলিফ্যাব [ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কো. লিমিটেড বনাম বোঘারা পলিফ্যাব (পি) লিমিটেড, (২০০৯) ১ এস. সি. সি. ২৬৭ঃ (২০০৯) ১ এস. সি. সি. (সি. আই. ভি.) ১১৭]-এর সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে। এই অবস্থান ২০১৫ সালে আনা সংশোধনী পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। সংশোধনীর পরে, আদালতগুলিকে যা দেখতে হবে তা হল একটি সালিশ চুক্তি বিদ্যমান আছে কিনা-বেশি কিছু নয়, কম কিছু নয়। আইন প্রণয়নের নীতি এবং উদ্দেশ্য মূলত সালিসকারী নিয়োগের পর্যায়ে আদালতের হস্তক্ষেপ কমানো এবং ধারা ১১(৬-ক) এ অন্তর্ভুক্ত এই উদ্দেশ্যকে সম্মান করা উচিত।"

২৫. মায়াবতী ট্রেডিং কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড বনাম প্রদ্যুত দেব বর্মণ মামলায়[১৫] তিন বিচারপতির বেঞ্চ রায় দেয় যে ১১ (৬ক) নং ধারার অধীনে আদালতের ক্ষমতার পরিধি সংকীর্ণ অর্থে ব্যাখ্যা করতে হবে। ১০ নং অনুচ্ছেদে, এটি নিম্নরূপ মতামত দেওয়া হয়েছিলঃ

"১০. এই অবস্থানের কারণে, এটা স্পষ্ট যে ২০১৫ সালের সংশোধনীর পূর্বে এই আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আইন, যেখানে চুক্তি এবং সন্তুষ্টি ঘটেছে কিনা তা পরীক্ষা করা অন্তর্ভুক্ত ছিল, এখন আইনত বাতিল করা হয়েছে। এই অবস্থানের কারণে, পূর্বোক্ত রায়ে থাকা যুক্তির সাথে একমত হওয়া কঠিন [ইউনাইটেড ইন্ডিয়া ইন্স্যুরেন্স কোং লিমিটেড বনাম অ্যান্টিক আর্ট এক্সপোর্টস (পি) লিমিটেড, (২০১৯) ৫ এসসিসি ৩৬২: (২০১৯) ২ এসসিসি (সিআইভি) ৭৮৫], কারণ ধারা ১১(৬-ক) একটি সালিসি চুক্তির অস্তিত্ব পরীক্ষা করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং ডুরো ফেলগুয়েরা, এসএ [ডুরো ফেলগুয়েরা, এসএ বনাম গঙ্গাভারম পোর্ট লিমিটেড, (২০১৭) ৯ এসসিসি ৭২৯] এর রায়ে যে সংকীর্ণ অর্থে এটি বোঝা উচিত।

[১৫] (২০১৯) ৮এসসিসি ৭১৪।

২৬. উত্তরাখণ্ড পূর্ব সৈনিক কল্যাণ নিগম বনাম নর্দার্ন কোল ফিল্ড লিমিটেড মামলায়,[১৬] এই আদালত তার ২৪৬তম প্রতিবেদনে আইন কমিশনের সুপারিশগুলি লক্ষ্য করেছে, যার প্রাসঙ্গিক অংশটি নিম্নরূপঃ

"৭.৬. আইন কমিশন ২৪৬তম প্রতিবেদনে [১৯৯৬ সালের সালিশ ও সমঝোতা আইনের সংশোধনী, রিপোর্ট নং ২৪৬, ভারতের আইন কমিশন (আগস্ট ২০১৪), পৃষ্ঠা ২০] সুপারিশ করেছে যেঃ

''৩৩... কমিশন সালিশ ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬-এর ৮ ও ১১ ধারা সংশোধনের সুপারিশ করেছে। বিচার বিভাগীয় হস্তক্ষেপের পরিধি কেবল সেই পরিস্থিতিতে সীমাবদ্ধ যেখানে আদালত/বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ মনে করে যে সালিশ চুক্তিটি বিদ্যমান নেই বা অকার্যকর। হস্তক্ষেপের প্রকৃতির ক্ষেত্রে, এটি সুপারিশ করা হয় যে আদালত/বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ সালিশ চুক্তিকে বিরোধিতা করা যুক্তির বিরুদ্ধে প্রাথমিকভাবে সন্তুষ্ট হলে, এটি সালিসকারীকে নিয়োগ করবে এবং/অথবা পক্ষগুলিকে সালিশের জন্য প্রেরণ করবে, যা মামলা হতে পারে। সংশোধনীতে বলা হয়েছে যে, বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ পক্ষগুলিকে সালিশের জন্য পাঠাবে না, যদি তারা খুঁজে পায় যে কোনও সালিশ চুক্তি নেই যার অর্থ এটি অকার্যকর এবং অকার্যকর। যদি বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ মনে করে যে প্রাথমিকভাবে সালিশ চুক্তি বিদ্যমান, তবে এটি বিরোধটিকে সালিশের কাছে পাঠাবে এবং সালিশ চুক্তির অস্তিত্বকে অবশেষে সালিশ ট্রাইব্যুনাল দ্বারা নির্ধারিত করার জন্য ছেড়ে দেবে।''

সংশোধিত ধারা ১১ (৬ক)-তে অন্তর্ভুক্ত আইনী আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে, আদালতকে এখন কেবল সালিশ চুক্তির অস্তিত্ব পরীক্ষা করতে হবে। অন্যান্য সমস্ত প্রাথমিক বা প্রান্তিক বিষয়গুলি ধারা ১৬-এর অধীনে সালিশকারীর দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া বাকি রয়েছে, যা কমপেটেনজ-কমপেটেনজ নীতি। কমপেটেনজ-কমপেটেনজ মতবাদ বোঝায় যে সালিসী ট্রাইব্যুনাল ক্ষমতায়িত, এবং সমস্ত এখতিয়ারগত বিষয় নির্ধারণ সহ তার নিজস্ব এখতিয়ারের উপর শাসন করার ক্ষমতা রয়েছে। এটির উদ্দেশ্য ছিল প্রাক-রেফারেন্স পর্যায়ে বিচারিক হস্তক্ষেপ কমানো, যাতে পক্ষগুলি যখন প্রাথমিক আপত্তি উত্থাপন করে তখন সালিসী প্রক্রিয়াটি প্রান্তিক সীমা বাধাগ্রস্ত না হয়।

২৭. ধারা ১১-এর ২০১৯ সংশোধনী

ভারতে সালিশের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণকে উৎসাহিত করার জন্য, সালিশ ও সমঝোতা (সংশোধন) আইন, ২০১৯ দ্বারা ধারা ১১ আরও সংশোধন করা হয়েছে।

[১৬] (২০২০) ২ এস. সি. সি ৪৫৫।

২০১৯ সালের সংশোধনী আইন ধারা ১১-এর উপ-ধারা (৬ক) মুছে দিয়েছে।

তবে, ধারা ১১-এর সংশোধনীর বিষয়টি এখনও অবহিত করা হয়নি। 'ফলস্বরূপ, উপ-ধারা (৬ক) সংবিধির বইয়ে রয়ে গেছে এবং বর্তমান সময়ের জন্য ধারা ১১-এর অধীনে ক্ষমতার পরিধি পরিচালনা করে। ২০১৯ সালের সংশোধনী আইনের যে বিধানগুলি কার্যকর করা হয়েছে সেগুলিকে কার্যকর করার বিজ্ঞপ্তিটি নিম্নরূপঃ

"আইন ও ন্যায়বিচার মন্ত্রক

(আইন বিষয়ক বিভাগ)

বিজ্ঞপ্তি

নতুন দিল্লি, ৩০শে আগস্ট, ২০১৯

এস.ও. ৩১৫৪(ঙ)-সালিসি ও সমঝোতা (সংশোধনী) আইন, ২০১৯ (২০১৯-এর ৩৩)-এর ধারা।-এর উপ-ধারা (২) দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে কেন্দ্রীয় সরকার এতদ্বারা ৩০শে আগস্ট, ২০১৯-কে উক্ত আইনের নিম্নলিখিত ধারাগুলির বিধানগুলি কার্যকর হওয়ার তারিখ হিসাবে নিয়োগ করেঃ -

(১) ধারা ১;

(২) ধারা ৪ থেকে ধারা ৯ [উভয়ই অন্তর্ভুক্ত];

(৩) ধারা ১১ থেকে ধারা ১৩ [উভয়ই অন্তর্ভুক্ত];

(৪) ধারা ১৫।

[এফ-নং এইচ-১১০১৮/২/২০১৭-প্রশাসন-III (এলএ)

ডঃ রাজীব মণি, যুগ্ম সচিব এবং আইনি উপদেষ্টা''

২৮. ৩০.০৮.২০১৯ তারিখের বিজ্ঞপ্তির প্রকরণ (৩) এ "ধারা ১১" এর উল্লেখ সংশোধনী আইনের ধারা ১১ এর সাথে সম্পর্কিত [এবং ১৯৯৬ সালের মূল আইন নয়]। ২০১৯ সালের সংশোধনী আইনের ধারা ১১ এর সংশোধনী ২০১৯ সালের সংশোধনী আইনের ধারা ৩ এ স্থান পেয়েছে, যা নিম্নরূপঃ

"৩. ধারা ১১-এর সংশোধনী।-মূল আইনের ১১ ধারায়, -

(i) ....

(ii) ....

(iii) ....

(iv) ....

(v) উপ-ধারা (৬ক) এবং (৭) বাদ দেওয়া হবে "

২৯. ধারা ১১-এর ২০১৯ সালের সংশোধনী দ্বারা অবহিত হওয়ার পরে, এর ফলে উপ-ধারা (৬ক) মুছে ফেলা হবে এবং ডিফল্ট, ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্ট দ্বারা মনোনীত সালিশ প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রয়োগ করা হবে।

এটি লক্ষণীয় প্রাসঙ্গিক যে ১১ ধারার উপ-ধারা (৬খ) ২০১৯ সালের সংশোধনী আইন দ্বারা সংশোধন করা হয়নি। উপ-ধারা (৬খ)-তে বলা হয়েছে যে আদালত কর্তৃক কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পদবি "বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা"-র প্রতিনিধি হিসাবে বিবেচিত হবে না। ফলস্বরূপ, আদালত কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের জন্য কোনও বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করা এবং চুক্তির বৈধতা বা বিরোধের সালিশ সহ কোনও বিষয়ে বিচার করার সুযোগ থাকবে না। ২০১৯ সালের সংশোধনী দ্বারা ধারা ১১-এর উপ-ধারা (৮)-এর সংশোধনীতে [যা এখনও অবহিত করা হয়নি] বলা হয়েছে যে সালিসী প্রতিষ্ঠানকে ক্ষমতা দেওয়া হবেঃ (ক) ধারা ১২-এর উপ-ধারা (১)-এর পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভাব্য সালিসকারীর কাছ থেকে লিখিতভাবে একটি প্রকাশ চাইতে হবে, যাতে একজন স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ সালিসকারীর নিয়োগ নিশ্চিত করা যায়; এবং (খ) সালিস চুক্তির দ্বারা প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সালিসকারীর রয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করা।

৩০. সীমাবদ্ধতার সমস্যা

সীমাবদ্ধতা সাধারণত তথ্য এবং আইনের একটি মিশ্র প্রশ্ন, এবং সালিসী ট্রাইব্যুনালের ক্ষেত্রের মধ্যে থাকে। তবে, এখতিয়ারগত এবং গ্রহণযোগ্যতার বিষয়গুলির মধ্যে একটি পার্থক্য রয়েছে। 'এখতিয়ার'-এর একটি বিষয় সালিসকারীদের শুনানি এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের সাথে সম্পর্কিত। বিচার বিভাগীয় বিষয়গুলির মধ্যে সালিসকারী বা ট্রাইব্যুনালের কোনও বিরোধ শোনার সক্ষমতার বিষয়ে আপত্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেমন সম্মতির অভাব, বা সালিসি চুক্তির আওতার বাইরে থাকা কোনও বিরোধ। সালিসি চুক্তির অস্তিত্ব, সুযোগ এবং বৈধতা সম্পর্কিত বিষয়গুলি সর্বদা এখতিয়ার সম্পর্কিত বিষয় হিসাবে বিবেচিত হয়, কারণ এই বিষয়গুলি ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ারের সাথে সম্পর্কিত।

৩১. গ্রহণযোগ্যতার বিষয়গুলি অবশ্য পদ্ধতিগত প্রয়োজনীয়তার সাথে সম্পর্কিত, যেমন প্রাক-সালিশের প্রয়োজনীয়তা লঙ্ঘন, উদাহরণস্বরূপ, সালিশ শুরু হওয়ার আগে মধ্যস্থতার জন্য বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয়তা, বা কোনও দাবি বা দাবির একটি অংশকে বিরোধিতা করা হয় যে কোনও পূর্বশর্ত পূরণ না হওয়া পর্যন্ত সময়-নিষিদ্ধ বা নিষিদ্ধ। গ্রহণযোগ্যতা দাবির প্রকৃতি বা তার সাথে সম্পর্কিত পরিস্থিতির সাথে সম্পর্কিত। একটি গ্রহণযোগ্যতা সমস্যা দাবির সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সালিসকারীর এখতিয়ারের প্রতি বিরোধিতা নয়।

৩২. সীমাবদ্ধতার বিষয়টি মূলত দাবির রক্ষণযোগ্যতা বা গ্রহণযোগ্যতার দিকে যায়, যা সালিসী ট্রাইব্যুনাল দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। উদাহরণস্বরূপ, একটি বিরোধিতা যে কোনও দাবি সময়-সীমাবদ্ধ, বা কিছু পূর্বশর্ত পূরণ না হওয়া পর্যন্ত নিষিদ্ধ, সেই দাবির গ্রহণযোগ্যতার জন্য একটি বিরোধিতা, এবং সালিসকারীর এখতিয়ারের কাছে দাবিটি নিজেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য বিরোধিতা নয়।

৩৩. সুইসবার্গ ডায়মন্ড মাইন্স (পিটিওয়াই) লিমিটেড এবং অন্যান্যরা বনাম লেসোথো রাজ্য[১৭]-এ সিঙ্গাপুর আপিল আদালত ২০৭ এবং ২০৮ অনুচ্ছেদে" এখতিয়ার "এবং" গ্রহণযোগ্যতা "-র মধ্যে পার্থক্য করেছে, যা পড়েঃ

"২০৭. এখতিয়ারকে সাধারণত" একটি মামলা শোনার জন্য ট্রাইবুনেলের ক্ষমতা "বোঝাতে সংজ্ঞায়িত করা হয়, যেখানে গ্রহণযোগ্যতা বোঝায়" ট্রাইবুনেলের পক্ষে এটি শুনানি করা উপযুক্ত কিনা"ঃ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, ইনকর্পোরেটেড বনাম ইউনাইটেড মেক্সিকান স্টেটস আইসিএসআইডি মামলা নং এআরবি (এএফ) / 98 / ২, [৫৪] এ কিথ হাইগেটের ভিন্নমত (৪ মে ২000)। এর সাথে, জ্যাকারি ডগলাস "এখতিয়ার" কে একটি ধারণা হিসাবে উল্লেখ করে এই আলোচনায় স্পষ্টতা যোগ করেছেন যা একটি সালিসী ট্রাইব্যুনালের "[বিচার বিভাগীয় ক্ষমতার] অস্তিত্ব" এবং "সেই ক্ষমতার প্রয়োগ" এবং বিচারের জন্য সেই ক্ষমতা অনুসারে আনা দাবির উপযুক্ততার সাথে সম্পর্কিত একটি ধারণা হিসাবে "গ্রহণযোগ্যতা" নিয়ে আলোচনা করেঃ [জ্যাকারি ডগলাস, প্রেস, ২০০৯] ২৯১ এবং ৩১০ অনুচ্ছেদে।

২০৮. এখতিয়ার এবং গ্রহণযোগ্যতার মধ্যে ধারণাগত পার্থক্য কেবল ভাষাগত স্বাস্থ্যবিধির একটি অনুশীলন নয় যা একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ চুল-থুথু প্রচেষ্টার অনুসরণ করে। বিনিয়োগ চুক্তির সালিশে এই পার্থক্যের ব্যবহারিক তাৎপর্য রয়েছে কারণ বিচারব্যবস্থার ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত সালিশ কেন্দ্রের তত্ত্বাবধায়ক আদালত (আইসিএসআইডি-বহির্ভূত সালিশের জন্য) অথবা আইসিএসআইডি কনভেনশনের (আইসিএসআইডি সালিশের জন্য) অনুযায়ী আইসিএসআইডি অ্যাডহক কমিটির সামনে পর্যালোচনাযোগ্য, যেখানে ট্রাইব্যুনালের গ্রহণযোগ্যতার সিদ্ধান্ত পর্যালোচনাযোগ্য নয়: দেখুন জ্যান পলসন, "এখতিয়ার এবং গ্রহণযোগ্যতা" আন্তর্জাতিক আইন, বাণিজ্য এবং বিরোধ নিষ্পত্তির গ্লোবাল প্রতিফলন, রবার্ট ব্রিনারের সম্মানে লিবার অ্যামিকোরাম (জেরাল্ড আকসেন এবং অন্যান্য, সম্পাদক) (আইসিসি পাবলিশিং, ২০০৫) পৃষ্ঠা ৬০১, ডগলাস অনুচ্ছেদ ৩০৭, ওয়াইবেল পৃষ্ঠা ১২৭৭, অনুচ্ছেদ ২৫৭ এবং ২৫৭ এবং ২৫৮, হ্যানো ওয়েহল্যান্ড, "এখতিয়ার এবং আইসিএসআইডি কনভেনশনের অধীনে কার্যধারা এবং আইসিএসআইডি অতিরিক্ত সুবিধা বিধি" আইসিএসআইডি কনভেনশনের পরে ৫০ টিয়ারস: আনসেটেলড ইস্যুস (ক্রিনা বাল্টাগ, এডি) (কলুওয়ার ল ইন্টারন্যাশনাল, ২০১৬) পিপি ২৩৩-২৩৪ এ এবং চিন লেং ১২৪ পৃষ্ঠায়।"

[১৭] [২০১৯] ১ এসএলআর ২৬৩।

৩৪. লেসোথোর (উপরে) রায়ের পরে বিবিএ এবং অন্যান্যরা বনাম বাজ এবং আরেকজন[১৮] মামলাটি অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে আপিল আদালত বলে যে আইনগত সময়সীমা গ্রহণযোগ্যতার দিকে যায়। আদালত বলেছে যে কোনও সমস্যা এখতিয়ার বা গ্রহণযোগ্যতার দিকে যায় কিনা তা আলাদা করার উদ্দেশ্যে "ট্রাইবুনেল বনাম দাবি" পরীক্ষা প্রয়োগ করা উচিত। "ট্রাইবুনেল বনাম দাবি" পরীক্ষা জিজ্ঞাসা করে যে আপত্তিটি ট্রাইবুনেলকে লক্ষ্য করে করা হয়েছে কিনা (এই অর্থে যে দাবিটি সালিশের সম্মতি দেওয়ার ত্রুটি বা বাদ দেওয়ার কারণে সালিশ করা উচিত নয়), বা দাবি (যাতে দাবিটি নিজেই ত্রুটিযুক্ত এবং আদৌ উত্থাপিত হওয়া উচিত নয়)।

"ট্রাইব্যুনাল বনাম দাবি" পরীক্ষা প্রয়োগ করে, সংবিধিবদ্ধ সময়সীমার একটি আবেদন গ্রহণযোগ্যতার দিকে যায় কারণ এটি দাবিকে আক্রমণ করে। ব্যক্তিগত আন্তর্জাতিক আইনের অর্থে প্রযোজ্য সীমাবদ্ধতার আইনটিকে মূল (দাবি নির্বাপিত) বা পদ্ধতিগত (প্রতিকার ব্যতীত) হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে কিনা তা কোনও পার্থক্য করে না।

৩৫. সীমাবদ্ধতার বিষয়টি যা দাবির "গ্রহণযোগ্যতা" নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে, তা অবশ্যই সালিসী ট্রাইব্যুনাল দ্বারা প্রাথমিক বিষয় হিসাবে বা পক্ষগুলির দ্বারা সাক্ষ্য দেওয়ার পরে চূড়ান্ত পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

৩৬. বিদ্যা দ্রোলিয়া বনাম দুর্গা ট্রেডিং কর্পোরেশনের[১৯] তিন বিচারপতির বেঞ্চের সাম্প্রতিক রায়ে, ৮ এবং ১১ নং ধারার অধীনে ক্ষমতার সুযোগের উপর, এটা বলা হয়েছে যে আদালতকে "প্রকাশ্যভাবে অস্তিত্বহীন এবং অবৈধ সালিসি চুক্তি, অথবা অ-সালিসিযোগ্য বিরোধ" দূর করার জন্য প্রাথমিক পর্যালোচনা করতে হবে। প্রসঙ্গ পর্যায়ে প্রাথমিক পর্যালোচনা হল মৃত কাঠ কেটে ফেলা, যেখানে বরখাস্ত করা খালি মুখোশ এবং অস্পষ্ট, এবং যখন তথ্য এবং আইনের উপর নির্ভর করে, তখন মামলাটি প্রথম পর্যায়েই বন্ধ করা উচিত। কেবল তখনই যখন আদালত নিশ্চিত হয় যে কোনও বৈধ সালিশ চুক্তি বিদ্যমান নেই, বা বিষয় বস্তুটি সালিশযোগ্য নয়, তখন সেই প্রসঙ্গ প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে। ১৪৪ অনুচ্ছেদে, আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে মায়াবতী ট্রেডিংয়ের রায় সঠিকভাবেই বলেছে যে প্যাটেল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের রায় আইনত বাতিল করা হয়েছে।

১৪৪ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছেঃ

[১৮] [২০২০] এসজিসিএ ৫৩।

[১৯] (২০২১) ২ এসসিসি ১।

''১৪৪. যেমনটি আগে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, প্যাটেল ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড ব্যাখ্যা করে এবং বলে যে ধারা ৮ এবং ১১ প্রকৃতিতে পরিপূরক কারণ উভয়ই সালিশ সংক্রান্ত। ধারা ৮ প্রয়োগ করা হয় যখন বিচারিক কার্যধারা বিচারাধীন থাকে এবং বিচারিক কার্যধারা স্থগিত রাখার জন্য এবং সালিশ সংক্রান্ত প্রসঙ্গের জন্য একটি আবেদন দায়ের করা হয়। ২০১৬ সালের আইন ৩ অনুসারে ধারা ৮-এর সংশোধনী বাদ দেওয়া হয়নি। ধারা ১১ সেই পরিস্থিতিকে অন্তর্ভুক্ত করে যেখানে পক্ষগুলি সালিসকারী নিয়োগের জন্য আদালতে যায়। আমাদের বিনীত মতামতে, মায়াবতী ট্রেডিং (প্রা.) লিমিটেড সঠিকভাবে মনে করে যে প্যাটেল ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড আইনত বাতিল করা হয়েছে এবং তাই সালিশ আইনের ধারা ১১-এর উপ-ধারা (৬-ক) বাদ দেওয়ার পরেও প্রযোজ্য হবে না। মায়াবতী ট্রেডিং (প্রা.) লিমিটেড উপ-ধারা (৬-ক) এর উল্লেখ করে ধারা ১১-এর সংশোধনীর উদ্দেশ্য, উদ্দেশ্য এবং ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছে যাতে স্পষ্ট করা যায় যে, মূলত প্রণীত ধারাটি সালিশ আইনের আনসিট্রাল মডেলের ১১ অনুচ্ছেদের প্রতিরূপ ছিল যার উপর সালিশ আইন প্রণয়ন এবং প্রণয়ন করা হয়েছিল।”

(জোর দেওয়া হয়েছে)

বিচার বিভাগীয় ফোরাম হিসাবে ধারা ১১-এর অধীনে এখতিয়ার প্রয়োগ করার সময়, আদালত আপাতদৃষ্টিতে যোগ্যতাহীন, তুচ্ছ এবং অসৎ মামলা-মোকদ্দমা পরীক্ষা এবং বাতিল করার জন্য প্রাথমিক পরীক্ষা প্রয়োগ করতে পারে। আদালতের সীমিত এখতিয়ার রেফারেল পর্যায়ে দ্রুত এবং দক্ষ নিষ্পত্তি নিশ্চিত করবে। রেফারেল পর্যায়ে, আদালত "কেবলমাত্র" হস্তক্ষেপ করতে পারে যখন এটি "প্রকাশিত" হয় যে দাবিগুলি বহির্ভূত সময়সীমাবদ্ধ এবং মৃত, অথবা কোনও বিদ্যমান বিরোধ নেই।

রায়ের ১৪৮ অনুচ্ছেদটি নিম্নরূপঃ

''১৪৮. সালিশ আইনের ধারা ৪৩(১)-এ বলা হয়েছে যে, ১৯৬৩ সালের সীমাবদ্ধতা আইন আদালতের কার্যধারার ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য তেমনই সালিশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। উপ-ধারা (২)-এ বলা হয়েছে যে, সালিশ আইন ও সীমাবদ্ধতা আইনের উদ্দেশ্যে ২১ ধারায় উল্লিখিত তারিখে সালিশ শুরু হয়েছে বলে মনে করা হবে। সীমা আইন একটি প্রক্রিয়াগত এবং সাধারণত বিরোধ, যেহেতু বাস্তবসম্মত, তাই প্রাপ্ত তথ্য এবং প্রযোজ্য আইন অনুসারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব সালিসকারীর উপর বর্তাবে। রেফারেল পর্যায়ে আদালত কেবল তখনই হস্তক্ষেপ করতে পারে যখন এটি স্পষ্ট হয় যে দাবিগুলি বহির্ভূতভাবে সময়সীমাবদ্ধ এবং মৃত, অথবা কোনও বিদ্যমান বিরোধ নেই। অন্যান্য সমস্ত মামলা যোগ্যতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্তের জন্য সালিশী ট্রাইব্যুনালে প্রেরণ করা উচিত। বিতর্কিত "দাবি-মুক্তির সনদপত্র" বা নবায়ন এবং "সম্মতি এবং সন্তুষ্টি" এর আবেদনের উপর প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রেও একই অবস্থা হবে।

প্রিমিয়াম নাফটা প্রোডাক্টস লিমিটেড [ফিলি শিপিং কোং লিমিটেড বনাম প্রিমিয়াম নাফটা প্রোডাক্টস লিমিটেড, ২০০৭ ইউকেএইচএল ৪০ ঃ ২০০৭ বাস এলআর ১৭১৯ (এইচএল)]-এ যেমন দেখা গেছে, এটা আশা করা যায় না যে বাণিজ্যিক ব্যক্তিরা আন্তঃসম্পর্কিত লেনদেনে প্রবেশের সময় জেনেশুনে এমন একটি ব্যবস্থা তৈরি করবেন যার জন্য আদালতকে প্রথমে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে চুক্তিটি সংশোধন করা উচিত, এড়িয়ে যাওয়া উচিত বা বাতিল করা উচিত, যেমনটি মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, এবং তারপর যদি চুক্তিটি বৈধ বলে বিবেচিত হয়, তাহলে সালিসকারীকে উদ্ভূত সমস্যাগুলি সমাধান করতে হবে।''

অনুচ্ছেদে ১৫৪.৪, এটি উপসংহারে এসেছে যেঃ

''১৫৪.৪. কদাচিৎ আদালত ৮ অথবা ১১ ধারার ধারায় হস্তক্ষেপ করতে পারে যখন স্পষ্টতই এবং স্পষ্টভাবে নিশ্চিত হয় যে সালিশি চুক্তিটি অস্তিত্বহীন, অবৈধ অথবা বিরোধগুলি সালিশিযোগ্য নয়, যদিও সালিশিযোগ্যতার প্রকৃতি এবং দিকটি কিছুটা হলেও বিচারিক যাচাই-বাছাইয়ের স্তর এবং প্রকৃতি নির্ধারণ করবে। সীমিত এবং সীমিত পর্যালোচনা হল পক্ষগুলিকে সালিশি করতে বাধ্য করা থেকে রক্ষা করা এবং বিষয়টি যখন স্পষ্টতই "সালিশিযোগ্য নয়" তখন তা পরীক্ষা করা এবং রক্ষা করা এবং মৃত কাঠ কেটে ফেলা। আদালত ডিফল্টভাবে বিষয়টিকে উল্লেখ করবে যখন অ-সালিশিযোগ্যতা সম্পর্কিত বিরোধগুলি স্পষ্টতই তর্কযোগ্য; যখন সংক্ষিপ্ত কার্যধারায় বিবেচনা অপর্যাপ্ত এবং অমীমাংসিত হবে; যখন তথ্যের বিরোধিতা করা হবে; যখন সালিশি বিরোধী পক্ষ বিলম্বিত কৌশল গ্রহণ করবে বা সালিশি কার্যক্রম পরিচালনাকে ব্যাহত করবে। আদালতের জন্য এটি একটি ক্ষুদ্র বিচার বা বিস্তৃত পর্যালোচনায় প্রবেশ করার পর্যায় নয় যাতে সালিশি ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ার দখল করা যায় বরং বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা হিসেবে সালিশির অখণ্ডতা এবং কার্যকারিতা নিশ্চিত করা এবং সমুন্নত রাখা।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

২৪৪.৪. অনুচ্ছেদে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যেঃ

"২৪৪.৪. যদি উপরে বর্ণিত সালিশ চুক্তির বৈধতা প্রাথমিকভাবে নির্ধারণ করা না যায়, অর্থাৎ "সন্দেহ থাকলে, উল্লেখ করুন", তাহলে আদালতের উচিত কোনও বিষয় উল্লেখ করা।

৩৭. বিদ্যা দ্রোলিয়ার রায়ের ফলাফল হল ডুরো ফেলগুয়েরা এবং মায়াবতী ট্রেডিং-এ বর্ণিত আইনের অবস্থানের নিশ্চয়তা, যা এখনও এই ক্ষেত্র ধরে রেখেছে। এটা অবশ্যই স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে যে বিদ্যা দ্রোলিয়া এসবিপি অ্যান্ড কো বনাম প্যাটেল ইঞ্জিনিয়ারিং (উপরে উল্লিখিত)-এ বর্ণিত ক্ষমতার সুযোগ সম্পর্কে পূর্ব-সংশোধন অবস্থানটি পুনরায় সংশোধন করেননি।

এটি কেবলমাত্র খুব সীমিত বিভাগের মামলাগুলির মধ্যে রয়েছে, যেখানে দাবিটি আপাতদৃষ্টিতে সময়-নিষিদ্ধ, বা বিরোধটি নির্বিচারে সন্দেহের কোনও চিহ্ন নেই, আদালত প্রসঙ্গ দিতে অস্বীকার করতে পারে। তবে, যদি সামান্যতম সন্দেহও থাকে, তবে নিয়মটি বিরোধগুলিকে সালিশের কাছে প্রেরণ করা হয়, অন্যথায় এটি ট্রাইব্যুনাল দ্বারা নির্ধারিত একটি বিষয়কে লঙ্ঘন করবে।

৩৮. বর্তমান মামলার তথ্যের সাথে আইন প্রয়োগ করলে, এটা স্পষ্ট যে এটি এমন একটি মামলা যেখানে দাবিগুলি সাড়ে ৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে নিষিদ্ধ, কারণ 04.04.2014 তারিখে বিএসএনএল দ্বারা তাদের দাবি প্রত্যাখ্যান করার পরে নরটেল কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। 29.04.2020 তারিখে সালিশের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। এমনকি সালিশের বিজ্ঞপ্তি, বা ধারা ১১-এর অধীনে দায়ের করা আবেদনে, বা এই আদালতের সামনে, কোনও হস্তক্ষেপমূলক তথ্যের কোনও প্রমাণ নেই যা ঘটে থাকতে পারে, যা সীমাবদ্ধতা আইনের ধারা ৫ থেকে ২০-এর মধ্যে সীমাবদ্ধতার সময়কাল বাড়িয়ে দেবে। যদি না, প্রযোজ্য ধারার সাথে বিশেষভাবে যুক্ত কোনও আবেদন করা মামলা থাকে এবং এটি কীভাবে পদক্ষেপের কারণটি মূলত উদ্ভূত হওয়ার তারিখ থেকে সীমাবদ্ধতা বাড়ায়, তবে সীমাবদ্ধতার সময় বাঁচানোর কোনও ভিত্তি থাকতে পারে না।

৩৯. বর্তমান মামলাটি মৃত কাঠ/কোনও বিদ্যমান বিরোধের মামলা নয় যেহেতু 04.08.2014-এ পদক্ষেপের কারণ উত্থাপিত হয়েছিল, যখন নর্টেলের দাবিগুলি বিএসএনএল দ্বারা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। উত্তরদাতা এমন কোনও ঘটনা উল্লেখ করেননি যা সীমাবদ্ধতার সময়কাল বাড়িয়ে দেবে, যা সীমাবদ্ধতা আইনের তফসিলের ৫৫ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে শুরু হয়েছিল (যা চুক্তি লঙ্ঘন সম্পর্কিত মামলাগুলির জন্য সীমাবদ্ধতা প্রদান করে) ছাড় দিয়ে চূড়ান্ত বিল প্রত্যাখ্যানের পরপরই।

২৯.০৪.২০২০ তারিখের সালিশ আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তি বলা হয়েছে যেঃ

"তখন থেকে আবেদনকারী এবং বিবাদীদের মধ্যে বিভিন্ন যোগাযোগ আদান-প্রদান হয়েছে এবং দরপত্র নথির অধীনে বকেয়া অর্থ পরিশোধ না করার বিষয়ে আবেদনকারী এবং বিবাদীদের মধ্যে একটি বিরোধ দেখা দিয়েছে।"

সালিশের বিজ্ঞপ্তি জারির সীমার সময়কাল কেবল চিঠি আদান-প্রদান, [২০] অথবা নিছক নিষ্পত্তি আলোচনার মাধ্যমে বাড়ানো হবে না, যেখানে কোনও চূড়ান্ত বিল কর্তন বা অন্য কোনও উপায়ে প্রত্যাখ্যান করা হয়। সীমা আইনের ৫ থেকে ২০ ধারায় নিষ্পত্তি আলোচনার জন্য নেওয়া সময় বাদ দেওয়া হয়নি।

[২০] এস.এস. রাঠোর বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য (১৯৮৯) ৪ এসসিসি ৫৮২।

ভারতের ইউনিয়ন এবং অন্যান্যরা বনাম হর দয়াল (২০১০) ১ এসসিসি ৩৯৪।

সিএলপি ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড বনাম গুজরাট উর্জা বিকাশ নিগম লিমিটেড এবং আরেকজন (২০২০) ৫ এসসিসি ১৮৫।

সীমাবদ্ধতা আইনের ৯ নং ধারাটি স্পষ্ট করে দেয় যেঃ "যেখানে একবার সময় চলতে শুরু করেছে, সেখানে পরবর্তী কোনও অক্ষমতা বা মামলা দায়ের করতে বা আবেদন করতে অক্ষমতা এটিকে থামাতে পারে না।" "বিশেষ বিরোধ"[২১] (দাবি/পরিমাণ সহ) উল্লেখ করে সালিশ আহ্বানের জন্য একটি স্পষ্ট বিজ্ঞপ্তি থাকতে হবে যা চূড়ান্ত বিল প্রত্যাখ্যানের ৩ বছরের মধ্যে অন্য পক্ষকে গ্রহণ করতে হবে, অন্যথায় সময়সীমা বলবৎ থাকবে।

বর্তমান ক্ষেত্রে, ০৪.০৮.২০১৪-এর দাবি প্রত্যাখ্যানের সাড়ে ৫ বছর পর সালিশ আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। ফলস্বরূপ, সালিশ আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তিটি আপাতদৃষ্টিতে সময়সাপেক্ষ, এবং এই মামলার তথ্যে পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধগুলি সালিশের জন্য উল্লেখ করা যাবে না।

৪০. উপসংহার

তদনুসারে, আমরা ধরে নিই যেঃ

(i) ধারা ১১ এর অধীনে আবেদন দাখিলের সীমার সময়কাল ১৯৬৩ সালের সীমা আইনের প্রথম তফসিলের ১৩৭ ধারা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। সালিসকারী নিয়োগে ব্যর্থতার তারিখ থেকে সীমার সময়কাল শুরু হবে;

এটি প্রস্তাব করা হয়েছে যে সংসদ ১৯৯৬ সালের আইনের ১১ নং ধারা সংশোধন করার কথা বিবেচনা করতে পারে যাতে এই বিধানের অধীনে আবেদন দায়ের করার জন্য একটি সময়সীমা নির্ধারণ করা যায়, যা সালিশ কার্যধারার দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ;

(ii) অস্বাভাবিক এবং ব্যতিক্রমী মামলাগুলি, যেখানে দাবিগুলি আপাতদৃষ্টিতে সময়-নিষিদ্ধ এবং এটি স্পষ্ট যে কোনও স্থায়ী বিরোধ নেই, আদালত প্রসঙ্গ দিতে অস্বীকার করতে পারে।

৪১. উপরোক্ত বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে, বর্তমান দেওয়ানি আপিল অনুমোদিত হয় এবং হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত ১৩.১০.২০২০ এবং ১৪.০১.২০২১ তারিখের বিতর্কিত আদেশগুলি বাতিল করে দেওয়া হয়। ফলস্বরূপ, ১১ নং ধারার অধীনে উচ্চ আদালতে উত্তরদাতার দায়ের করা আবেদন খারিজ করে দেওয়া হয়।

স্বল্প সময়ের বিজ্ঞপ্তি অ্যামিকাস হিসাবে তাঁর মূল্যবান সহায়তা প্রদানের জন্য আমরা প্রবীণ আইনজীবী শ্রী অরবিন্দ দাতারের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা ও কৃতজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করি।

দিব্যা পান্ডে **আপিল অনুমোদিত।**

[২১] সালিশ ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬ এর ধারা ২১।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal